শোধ-বোধ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১৭, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট্, কলিকাতা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

প্রকাশক—শ্রীজগদানন্দ রায়

২১৭, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

অগ্রহায়ণ ১৩৩৮,

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শোধ-বোধ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মিষ্টার লাহিড়ির ড্রয়িংরুম

তাঁর কন্যা নলিনী ও নলিনীর বন্ধু চারুবালা।

চারু। ভাই নেলি, তোর হ'য়েছে কি বল্ তো ?

নলিনী। মরণ-দশা।

চারু। না, ঠাট্টা নয়। তোকে কেমন এক রকম দেখ্‌চি।

নলিনী। কি রকম বল্ তো ?

চারু। তা ব'ল্‌তে পারবোনা। বাগ না অনুরাগ, না বিরাগ, তোর ভাব দেখে কিছুই বোঝ্‌বার জো নেই ; কেবল এইটুকু বুঝি, তোর ঈশেন কোণে যেন মেঘ উঠেছে।

নলিনী। শিলাবৃষ্টি, না জলবৃষ্টি, না ফাঁকা ঝড়, কী আন্দাজ ক'র্‌চিস্ বল্ তো।

চারু। তোমার আলিপুরের weather report ভাই আমার হাতে নেই। আজ পর্য্যন্ত তোমাকে বুঝ্‌তেই পার্‌লুম না।

নলিনী। তবে বুঝিয়ে দিই কেন যে মন চঞ্চল হ'য়েছে। ধৈর্য্য আর রাখ্‌তে পার্‌চিনে। ওরে পত্তুলাল, ডেকে দে তো লালবাজার থেকে চিঠি নিয়ে এসেচে।

চারু। মিষ্টার নন্দীর চিঠি? কী লিখেচে?

নলিনী গান

সে আমার গোপন কথা, শুনে যাও ও সখি!
ভেবে না পাই ব'ল্‌বো কী?

চারু। হাঁ ভাই, বল্ ভাই বল্, কিন্তু সাদা কথায়।

নলিনী। অবস্থাগতিকে সাদা কথা যে রাঁড়া হয়ে ওঠে।

গান

প্রাণ যে আমার বাঁশি শোনে
নীল গগনে,
গান হয়ে যায় মনে মনে যাহাই বকি।

চারু। তুই ভাই এই সব সখীকে-ডাকপাড়া সেকেলে ধরণের গান কোথা থেকে জোগাড় করিস্ বল্ তো?

নলিনী। খুব একেলে ধরণের কবির কাছ থেকেই।

চারু। মিষ্টার লাহিড়ি রাগ করেন না?

নলিনী। বাংলা সাহিত্যে কোন্‌টা একেলে কোন্‌টা সেকেলে, সে তাঁর খেয়ালই নেই। একটি গান সব চেয়ে তাঁর পছন্দ, সেইটে তাঁকে শুনিয়ে দিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বোঝেন যে, ইহকাল পরকাল কোনো কালই যদি আমার না থাকে, অন্তত modern কালটা আছে—

Love's golden dream is done
Hidden in mist of pain.

চারু। তোর মতো অদ্ভুত মেয়ে আমি দেখিনি—সবই উল্টো-পাল্টা। তুই যদি ভাটপাড়ার পণ্ডিতের ঘরে জন্মাতিস্, তা'হ'লে চটেমটে মেমসাহেব হ'য়ে উঠতিস্। মিষ্টার লাহিড়ির ঘরে জন্মেছিস্ বলেই বুড়ি ঠাকুরমার চাল প্র্যাকটিস্ চ'লচে। কোন্ দিন এসে দেখ্বো, জ্যাকেট ছেড়ে নামাবলী ধ'রেছিস্।

নলিনী। আগাগোড়া ছুরিয়ে রাখ বো—মিষ্টার নন্দী বার-এট-ল।

চাপরাশির প্রবেশ

তোমারা সারকো বোলো, জরার পিছে ভেজ দেউঙ্গী।

সেলাম করিয়া প্রস্থান।

দেখ লি, একবার চাপরাশের ঘটা দেখ লি—গিল্টি তক্‌মার ঝলমলানিতে চোখ ঝ'ল্‌সে গেল।

চারু। ভয় করিস্‌নে নেলি, গিল্টি সোনার চাপরাশ জোটে চাপরাশির ভাগ্যে কিন্তু—

নলিনী। হা গো, আর খাঁটি সোনার চাপরাশ প'র্‌বেন মিসেস্ নন্দী। তাঁর কি সৌভাগ্য।

চারু। দেখ্ নেলি, ন্যাকামি করিস্‌নে। মিষ্টার নন্দীর মত পাত্র যেন অম্‌নি—

মিসেস্ লাহিড়ির প্রবেশ

মিসেস্ লাহিড়ি। নেলি, ছি ছি, তুই এই কাপড় পরে মিষ্টার নন্দীর বেয়ারার—

নলিনী। কেন, এ তো মন্দ কাপড নয়।

মিসেস্ লাহিডি। কী মনে ক'ববে বল্ তো? ওদেব বাডীতে সব—

নলিনী। বেহাবা হ'যে জন্মেচে বলেই কী এত শাস্তি দিতে হবে? বেচাবা মনিব বাডীতে চব্বিশ ঘণ্টা যা দেখে, আজ তাব থেকে নতুন কিছু দেখে বেঁচে গেল। এত খুসি হ'লো যে বকশিষ চাইতে ভুলে গেলো।

মিসেস লাহিডি। চিঠি দিতে এসে আবাব বকশিস চাইবে কী? তোব সব অদ্ভুত কথা।

নলিনী। এমন আশ্চর্য্য চিঠি, মা, তাতে এত—

মিসেস্ লাহিডি। এত কী?

নলিনী। সোনালি ক্রেষ্ট আঁকা,—আব তাতে লেখা আছে তিনি স্বয়ং এখানে আসবেন—আমাকে—

মিসেস্ লাহিডি। কী ক'বতে?

নলিনী। বেশি আশা ক'বে বোসো না মা। Propose ক'বতে না, আমাব জন্মদিনেব জন্যে congratulate ক'বতে। সেই বা ক'জনেব ভাগ্যে—

মিসেস্ লাহিডি। যা আব বকিসনে, শীঘ্র যা, dress ক'বে নে, এখনি লোক আস্‌তে আবম্ভ হবে। মিষ্টাব নন্দী তোব সেই ধূপছাযা বঙেব সাডিটা খুব admire কবেন, সেটা—

নলিনী। সে হবে, মা, আমি এখনি যাচ্চি।

মিসেস্ লাহিডি। যাই, হোটেল থেকে খানসামাগুলো এলো কি না দেখিগে।

প্রস্থান।

নলিনী। দেখ্‌বি? এই দেখ্ চিঠি। সশবীবে আস্‌বেন তাব

announcement সেকালে বিশু ডাকাত এই বকম খবব পাঠিয়ে ডাকাতি ক'বতো।

চারু। ডাকাতি?

নলিনী। নয তো কি? একজন সবলা অবলাব হৃদযভাণ্ডাব লুঠ। তাব সিঁধকাঠিটা দেখ্‌বি? এই দেখ্‌।

চারু। ইস্‌। এ যে হীবে দেওযা ব্রেসলেট্‌। যা বলিস্‌ তোর কপাল ভালো। এ বুঝি তোব জন্মদিনেব—

নলিনী। হা, হাঁ, জন্মদিনেব উপহাব—আমাব জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিনকেই ঘিবে ফেল্‌বাব সুদর্শন চক্র।

চারু। সুদশন চক্র বটে। যা বলিস্‌, মিষ্টাব নন্দীব taste আছে।

নলিনী। ব্রেস্‌লেটও তাব প্রমাণ, আব ব্রেস্‌লেট পবাবাব জন্য যে মৃণালবাহু বেছে নিয়েছেন তাতেও প্রমাণ।

চারু। আজ যে বড ঠাট্টাব সুব ধ'বেছিস্‌।

নলিনী। তা'হ'লে গম্ভীব সুব ধবি।

গান

সে যেন আস্‌বে আমার মন ব'লেছে।
হাসির পরে তাই তো চোখের জল গ'লেছে।
দেখ্‌লো তাই দেয় ইসারা
তারায় তারা;
চাঁদ হেসে ঐ হ'লো সারা তাহাই লখি' ॥
শুনে যা ও সখি।

চারু। আমি যদি পুরুষ হতুম, নেলি, তা'হ'লে তোর ঐ পায়ের কাছে পড়ে'—

নলিনী। জুতোর লেস্ লাগাতিস্ বুঝি? আর ব্রেসলেট্ পরাতো কে?

মিষ্টার লাহিড়ির প্রবেশ

মিষ্টার লাহিড়ি। আজ বরুণ নন্দীর আস্‌বার কথা আছে না?

নলিনী। হাঁ, তাঁর চিঠি পেয়েছি।

মিষ্টার লাহিড়ি। তা'হ'লে এখনো যে ড্রেস্ করো নি?

নলিনী। কি ড্রেস্ প'র্‌বো, তাই তো এতক্ষণ চারুর সঙ্গে পরামর্শ ক'র্‌ছিলুম।

মিষ্টার লাহিড়ি। দেখ, ভুলো না, সার হারকোর্ট তোমাকে কী চিঠি লিখেছেন, সেইটে বরুণ নন্দী দেখ্‌তে চেয়েছিলো—সেটা—

নলিনী। হাঁ, সেটা আমি বের করে' রাখ্‌বো, আর জেনেরাল্ পর্কিন্সের ভাইঝি তার অটোগ্রাফ ওয়ালা যে ফোটো আমাকে দিয়েছিলো, সেটাও—

মিষ্টার লাহিড়ি। হাঁ হাঁ সেটা, আর সেই যে—

নলিনী। বুঝেছি, গবর্মেণ্ট হাউসে নেমন্তন্নে গিয়েছিলুম, তার নাচের প্রোগ্রামটা।

মিষ্টার লাহিড়ি। আজ কোন্ গানটা গাবে বলো তো?

নলিনী। সেই যে ঐটে,

Love's golden dream is done
Hidden in mist of pain.

মিষ্টার লাহিড়ি। হাঁ, হাঁ, first class। ওটা তোমার গলায় খুব মানায়, আর সেইটে—মনে আছে তো? In the gloaming, oh my darling.

নলিনী। আছে।

মিষ্টার লাহিড়ি। আর সব শেষে গেয়ো Good bye, sweet heart।

নলিনী। কিন্তু ওগুলো যে পুরুষের গান।

মিষ্টার লাহিড়ি। (হাসিয়া) তাতে ক্ষতি কী নেলি—আজকাল মেয়েরাও—

নলিনী। ভুল্‌তে আরম্ভ ক'রেছে যে, তারা মেয়ে। কিন্তু মুস্কিল এই যে, তাতে পুরুষদের একটুও ভুল হচ্চে না।

মিষ্টার লাহিড়ি। Bravo, well said। যাও এবার ড্রেস ক'র্‌তে যাও। অমনি সেই তোমার অটোগ্রাফ বইটা, সেই যেটাতে—

নলিনী। বুঝিছি, যেটাতে লর্ড বেরেস্‌ফোর্ডের কার্ড আঁটা আছে। আচ্ছা বাবা, সে হবে এখন। তুমি তৈরি হওগে, আমি যাচ্চি।

লাহিড়ির প্রস্থান।

লাহিড়ি। (ফিরিয়া আসিয়া) দেখ, একটা জিনিষ নোটিস্ ক'র্‌চি নেলি, সেটা তোমাকে বলা ভালো। তুমি অনেক সময়ে বরুণের সঙ্গে এমন টোনে কথা কও যে, সে মনে করে, তুমি তাকে একটুও সীরিয়াস্‌লি নিচ্চ না, তাই সে ভেবে পায় না যে, তুমি—

নলিনী। বুঝেছি, বাবা। সুবিধে পেলেই বুঝিয়ে দেব আমি খুব সীরিয়াস।

লাহিড়ি। আর একটা কথা। আমি ঠিক বুঝতে পারিনে তুমি সতীশকে কেমন যেন একটুখানি indulgence দাও।

চারু। না। মিষ্টার লাহিড়ি, নেলি তো তাকে কথায় কথায় নাকের জলে চোখের জলে করে। পৃথিবীতে ওর কুকুর টম্‌কে ছাড়া নেলি আর যে কাউকে একটু indulgence দেয়, এ তো আমি দেখিনি।

লাহিড়ি। কিন্তু সে আসতেও ছাড়ে না। সে দিন চা পার্টিতে এমন একটা জুতো পরে' এসেছিলো, যে তার মচ্‌ মচ শব্দে দেয়ালের ইঁটগুলোকে পর্য্যন্ত চম্‌কিয়ে দিয়ে গেছে। ওকে নিয়ে এক এক সময় ভারি awkward হয়। তা ছাড়া ওর ট্রাউজারগুলো—থাকগে, লোরেটোতে ছোটোবেলায় তোমার সঙ্গে ও এক সঙ্গে প'ড়েছিলো, তাই আমি কিছু ব'ল্‌তে চাইনে, কিন্তু যে দিন বরুণরা আসবে, সে দিন বরঞ্চ ওকে—

নলিনী। ভয় কী, বাবা, সে দিন বরঞ্চ সতীশকে ট্রাউজার না পরে' ধুতি পরে' আস্‌তে ব'লবো, আর দিল্লির জুতো, সে মচ্‌ মচ ক'রবে না।

লাহিড়ি। ধুতি? পার্টিতে? আবার দিল্লির নাগরা?

নলিনী। পৃথিবীতে যে সব বালাই অসহ্য, সেগুলো ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়া ভালো।

চারু। ওর সঙ্গে কথায় পার্‌বেন না। এদিকে লোক আস্‌বার সময় হ'য়ে আস্‌চে। নেলি, তুই যা ভাই, কাপড় পরে' আয়, যদি কেউ লোক আসে, আমি তাদের সাম্‌লাব।

নলিনীর প্রস্থান।

লাহিড়ি। এই বুঝি ওর সব জন্মদিনের প্রেজেণ্ট? বরুণের ব্রেস্‌লেট্‌টা কী এমনি টেবিলের উপরেই থাকবে?

চারু। থাক্ না, আমি ওর উপর চোখ রাখবো।

লাহিড়ি। এটা কার? একটা মকমলের মলাটের এলবম্। এ দেখ্‌ছি সতীশের! দাম লেখা আছে, মুছে ফেল্‌তেও হুঁস্ ছিলো না। এক টাকা বারো আনা। ইন্‌সলভেন্সির মামলা আন্‌তে হবে না। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড সেলে কেনা। এটাও কী এখানে থাক্‌বে নাকি?

চারু। সরাতে গেলে নেলি রক্ষা রাখ্‌বে না।

লাহিড়ি। থাক্ তবে, তুমি এখানে একটু বোসো, আমি ড্রেস ক'রে আসি।

প্রস্থান।

সতীশের প্রবেশ

চারু। এত সকাল সকাল যে?

সতীশ। (লজ্জিত হয়ে) দেখ্‌চি আমার ঘড়িটা ঠিক চ'ল্‌ছিলো না। যাই, বরঞ্চ আমি একটু ঘুরে আসিগে।

চারু। না, আপনি বসুন। সময় হ'য়ে এসেচে। নেলির প্রেজেন্ট-গুলো দেখুন না। এই দেখ্‌বেন?

সতীশ। এ যে হীরের ব্রেসলেট্। এ কে দিয়েচে?

চারু। মিষ্টার নন্দী। চমৎকার না?

সতীশ। বেশ।

চারু। এই মুক্তো দেওয়া হেয়ার পিন্‌টা আমার ভাই অমূল্যর দেওয়া। আর এই রূপোর দোয়াতদান—ও কি সতীশবাবু, যাচ্ছেন না কী?

সতীশ। ভাব্‌চি, এই বেলা আমার কাজ সেরে আসি।

চারু। আপনার এলবম্‌টি নেলির কাজে লাগ্‌বে। এই দেখুন না. মিষ্টার নন্দী ওকে তাঁর সই করা ফোটো পাঠিয়ে দিয়েচেন।

সতীশ। হা, তাই তো দেখ্‌চি। আমার কিন্তু বিশেষ কাজ আছে, আমি যাই। আর দেখুন্, এখনকার মতো এই এল্‌বম্‌টা আমি নিয়ে যাচ্চি—তার পরে—

চারু। কী ক'র্‌বেন?

সতীশ। না, ওটা—একবার—একটুখানি ঐ—আপনি দয়া করে' নেলিকে ব'ল্‌বেন যে, বিশেষ একটু কারণে এখনকার মতো—তার পরে আবার—এখন যাই—কাজ আছে। (প্রস্থান)

চারু। যাক, বিদায় করে' দেওয়া গেলো। মা গো, কী টাই পরেই এসেচে! এল্‌বম্‌টাও গেলো। এই যে মিষ্টার লাহিড়ি. শুনে যান, সুখবর আছে, বক্‌শিস্ চাই।

নেপথ্যে। একটু পরেই যাচ্চি, আমার বাট্‌ন হুকটা খুঁজে পাচ্চিনে।

সতীশকে লইয়া নলিনীর প্রবেশ

চারু। ও কি, নেলি, তোর ভালো করে' তো সাজা হ'লো না।

নলিনী। হঠাৎ কোতোয়ালি ক'র্‌তে হ'লো। ড্রেসিংরুমের জানলা দিয়ে দেখি চোর পালাচ্চে একটা মাল বগলে নিয়ে, তখনি নেমে গিয়ে রুমাল সুদ্ধ গ্রেফতার করে' নিয়ে এসেছি।

চারু। বাস্‌রে, কী কড়া পাহারা? মালটা কি খুবই দামী, আর চোরটাও কী খুবই দাগী?

নলিনী। (সতীশকে) তুমি এসেই তখনি পালাচ্চিলে যে, আর আমার একখানা এল্‌বম্ নিয়ে? (সতীশ নিরুত্তর)

চারু। ওঃ বুঝেছি, প্রাইভেট্ কামরায় বিচার হবে। নলি, আমি তা'হ'লে তৈরি হ'য়ে আসিগে। তোর নাবার ঘরে টয়লেট ভিনিগার আছে তো?

নলিনী। আছে। (চারুর প্রস্থান) তোমার এ কী রকম দুর্ব্বুদ্ধি? আমার এলবম নিয়ে—

সতীশ। লক্ষ্মীছাড়ার দান লক্ষ্মীকে পৌঁছয় না। যেটা যার যোগ্য নয়, সে জিনিষটা তার নয়, আমি এই বুঝি।

নলিনী। আর বগলে করে' যে নিয়ে যায়, সেটা কে তারই এই বা কোন্ শাস্ত্রে লেখে?

সতীশ। তবে সত্যি কথাটা বলি। আমি যে ভীরু, বেশ জোরের সঙ্গে কিছুই দিতে পারিনে। সেই জন্যে দিয়ে লজ্জা পাই।

নলিনী। তোমার এই এলবমের মধ্যে কম জোরের লক্ষণটা কী দেখলে? এ তো টকটকে লাল।

সতীশ। লজ্জায় লাল। কতবার মনে হ'য়েছিলো, এই এলবমের মধ্যে নিজের একখানা ছবি পূরে দিই, "আমাকে মনে রেখো" এই করুণ দাবীটুকু বোঝাবার জন্যে। কিন্তু ভয় হ'লো, তুমি মনে ক'রবে ওটা আমার স্পর্দ্ধা, খালি রেখে দিলুম, তুমি নিজে ইচ্ছে করে' যার ছবি রাখবে, ওর মধ্যে তারি স্থান থাক্।

নলিনী। খুব ভালো ব'লচো, সতীশ, ইচ্ছে ক'রচে বইয়ে লিখে রাখি।

সতীশ। ঠাট্টা কোরো না।

নলিনী। আমার আর-এক জনের কথা মনে প'ড়্চে। সে দিয়েছিলো একখানা খাতা—তোমার এল্‌বমের মধ্যে যে-কথাটা না-লেখা

অক্ষরে আছে, সেইটে সে গানে লিখে দিয়েছিলো—শুধু তাই নয়, পাছে চোখে না পড়ে, তাই নিজে এসে গেয়ে শুনিয়েছিলো—

পাতা খানি শূন্য রাখিলাম,
নিজের হাতে লিখে রেখো শুধু আমার নাম।

সতীশ। কে লোকটা কে?

নলিনী। তার সঙ্গে ডুয়েল লড়তে যাবে না কী? আমাদের কবি গো—কিন্তু কবিত্বে তুমি তাকেও ছাড়িয়ে গেছো—তোমার এ যে **unheard melody**। আমি শুনতে পাচ্চি—

এই এলবম্ শূন্য রইলো সবি,
নিজের হাতে ভ'রে রেখো শুধু আমার ছবি।

কিন্তু তোমার সব কথা বলা হয় নি।

সতীশ। না, হয়নি। বলি তা'হ'লে। এসে দেখ্‌লুম—সবাই আমার মতো ভীরু নয়। যার জোর আছে, সে নিজের ছবিতে নিজের নাম লিখে পাঠাতে সঙ্কোচ করে না। মনে বুঝ্‌লুম, আমি দিয়েছি শূন্য পাতা, আর তারাই দিলে পূর্ণ কর্‌বার জিনিষ।

নলিনী। তোমাকে এখনি বুঝিয়ে দিচ্চি ভুল ক'রেছে সে। ছবি দিতে সবাই পারে, ছবি রাখ্‌বার জায়গা দিতে ক'জন পারে। ভীরু, তোমার অদৃশ্য ছবিরই জিৎ থাক। (নন্দীর ছবি ছিঁড়িয়া ফেলিল) ও কি, অমন করে' লাফিয়ে উঠ্‌লে কেন? মৃগী-রোগে ধ'র্‌লো নাকি?

সতীশ। কোন্ রোগে ধ'রেছে, তা অন্তর্য্যামী জানেন। নেলি, একবার তুমি আমাকে স্পষ্ট করে'—

নলিনী। এই বুঝি নাটক সুরু হ'লো? চোখের সাম্‌নে দেখ্‌লে

তো যে-ছবি চেঁচিয়ে কথা কয়, তার কী দশা। যে মানুষ চুপ করে' থাকতে জানে না, তারো—

সতীশ। আর কাজ নেই, নেলি, থাক্। তোমাকে কত ভয় করি, তুমি জানো না।

নলিনী। ভয় যদি করো' তা'হ'লে এল্‌বম্ চুরি কোরো না। আমি কাপড় ছেড়ে আসিগে।

সতীশ। একটি অনুরোধ। **Unheard melody** আমার মুখে খুবই মিষ্টি, কিন্তু তোমার মুখে নয়। তোমার জন্মদিনে তোমার মুখে একটি গান শুনে যাব।

নলিনী। আচ্ছা।

গান

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা,
নিয়ো হে নিয়ো।
হৃদয় বিদারি হয়ে গেলো ঢালা
পিয়ো হে পিয়ো।
ভরা সে পাত্র তারে বুকে করে'
বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধরে'
লও তুলে লও আজি নিশি ভোরে
প্রিয় হে প্রিয়।
বাসনার রঙে লহরে লহরে
রঙীন হোলো।

করুণ তোমার অরুণ অধরে
তোলো হে তোলো।
এ রসে মিশাক্ তব নিশ্বাস
নবীন ঊষার পুষ্প সুবাস,
এরি পরে তব আঁখির আভাস
দিয়ো হে দিয়ো।

চাকর প্রবেশ

চারু। এ কি করছিস্, নেলি? মিষ্টার নন্দীর ফোটো—

নলিনী। যে মাটির গভে হীরে থাকে, যে মাটির বুকে ভুইচাঁপা ফুল ফোটে, সেই মাটীর হাতে ওকে সমর্পণ করে' দিয়েছি। এর চেয়ে আর কত সম্মান হবে?

চারু। ছি ছি, নেলি, মিষ্টার নন্দী জান্‌তে পারলে কী মনে ক'রবেন? এ যে একবারে ছিঁড়ে ফেলেছিস।

নলিনী। ইচ্ছে করিস্ তো তোর ঘরের আটা দিয়ে তুই জোড়া দিয়ে নিতে পারিস্।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিধুমুখী ও সতীশ

সতীশ। মা, কোনোমতে টাকাটা পেয়েছি, নেকলেসও নেলির ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বাবার সেকালের আমলের সোনার গুড়গুড়িটা সিন্দুকেপটির মতি পালের ওখানে যে বাঁধা রেখে এলুম, নিশ্চিন্ত হ'তে পারচিনে।

বিধুমুখী। তোর কোনো ভয় নেই, সতীশ। তিনি এ সব জিনিষের পরে কোনো মমতাই রাখেন না। কেবল ওঁর ঠাকুরদাদার জিনিষ বলেই আজ পর্য্যন্ত লোহার সিন্দুকে ছিলো। এক দিনের জন্যে খবরও রাখেন নি। সেটা আছে কী গেছে, সে তাঁর মনেও নেই।

সতীশ। সে আমি জানি। কিন্তু ভাবী ভয় হচ্ছে, যারা বন্ধক রেখেছে, তারা হয় তো বাবাকে চিঠি লিখে খোঁজ ক'রবে। তুমি কোনো মতে তোমার গহনাপত্র দিয়ে সেটা খালাস করে' দাও।

বিধুমুখী। হায়রে কপাল, গহনাপত্র কিছু কী বাকি আছে। সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিস্‌নে। যাই হোক, আমি ভয় করিনে—প্রজাপতির আশীর্ব্বাদে নলিনীর সঙ্গে আগে তোর কোনোমতে বিয়ে হয়ে যাক্, তার পরে তোর বাবা যা বলেন, যা করেন, সব সহ্য ক'রতে হবে। কথাবার্ত্তা কিছু এগিয়েচে?

সতীশ। সর্ব্বদা যে রকম লোক ঘিরে থাকে, কথা কবো কথন্? জানো তো সেই নন্দী—সে যেন বিলিতি কাঁটা গাছের বেড়া। তার

বুলিগুলো সর্ব্বাঙ্গে বিঁধতে থাকে। সেই দৈত্যটার হাত থেকে রাজকন্যার উদ্ধার করি কী উপায়ে?

বিধুমুখী। আমি মেয়েমানুষ, মেয়ের মন বুঝতে পারি—মনে মনে সে তোকে ভালোবাসে।

সতীশ। সে আমি জানিনে। কিন্তু রুণ নন্দীর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে প্রাণ বেরিয়ে গেল। বাবা একটু দয়া ক'রলেই কোনো ভাবনা ছিলো না। কিন্তু—

বিধুমুখী। তোর কী চাই বল না।

সতীশ। ভালো বিলিতি সুট। চাঁদনীর কাপড় প'র্‌লেই ভরসা কমে যায়, নন্দীর মতো ক'রে সতেজে নলিনীর সঙ্গে কথাই কইতে পারিনে। বাড়িসুদ্ধ সব্বাই আমার দিকে এমন ক'রে তাকায় যেন আমার গায়ে কাপড়ই নেই, আছে নর্দ্দমার পাঁক।

বিধুমুখী। আমি তোর কাপড়ের দুর্দ্দশা তোর মাসীকে আভাসে জানিয়ে দিয়েছি। আজ এখনই তাঁর আসবার কথা। আজই হয় তো একটা কিনারা হ'য়ে যাবে।

সতীশ। ঐ যে দোকানদারকে নিয়েই তিনি আস্‌চেন না, যেমন ক'রে পারো আজই দে—কিন্তু মা, সেই গুড়গুড়ি—বাবা যদি জান্‌তে পারেন, মেরে ফেল্‌বেন।

বিধুমুখী। আমি বলি কি—কোনো ছুতোয় সেই নেকলেস্‌টা যদি নলিনীর কাছ থেকে—

সতীশ। সে কথাও ভেবেছি। তা হ'লেই আমার লজ্জা পূরো হয়। এক একবার মনে করি, সংসারে যত মুস্কিল, সব আমারই! রুণ নন্দীর বাপ কি কোনো কালে ছিলো না? যে রকম দেখ্‌চি,

একটা কোনো গল্প বলে' নেক্‌লেস্‌টা ফিবিযে আন্‌তে হবে, তাব পরে আমাব নিজেব গলায পব্‌বাব জন্যে গযনা মিল্‌বে !

বিধুমুখী। সে আবাব কী ?

সতীশ। এক গাছা দড়ি।

বিধুমুখী। দেখ্‌, আমাকে আব বোজ বোজ কাঁদাস নে। আমাব বক্ত শুকিযে গেল, চোখেব জলও বাকি নেই। একদিকে তোব বাবা, আব একদিকে তুই—উপবে সবাব ঢাপ আব নীচে আগুন, আমি যে গুমে গুমে—

সতীশের মাসি সুকুমারী ও মেসোমশায শশধর বাবুর প্রবেশ

এসো দিদি, ব'সো। আজ কোন্ পুণ্যে বাযমশাযেব দেখা পাওয়া গেলো। দিদি না আস্‌লে তোমাব আব দেখা পাবাব যো নেই।

শশধব। এতেই বুঝবে তোমাব দিদিব শাসন কি কড়া। দিন-বাত্রি চোখে চোখে বাখেন !

সুকুমাবী। তাই বটে, এমন বত্ন ঘবে বেখেও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমনো যায না।

বিধুমুখী। নাক ডাকাব শব্দে।

সুকুমাবী। সতীশ, ছি ছি, তুই এ কি কাপড় প'বেছিস্‌? তুই কি এই বকম ধুতি পবে' কলেজে যাস্‌ না কি? বিধু, ওকে যে লাউঞ্জ সুট্‌টা কিনে দিয়েছিলাম, সে কি হ'লো ?

বিধুমুখী। সে ও কোন্‌কালে ছিঁড়ে ফেলেছে !

সুকুমাবী। তা তো ছিঁড়্‌বেই। ছেলেমানুষেব গায়ে কাপড় কত দিন টেকে ! তা তাই বলে' কি আর নূতন সুট্‌ তৈবি কবাতে নেই ! তোদের ঘরে সকলি অনাসৃষ্টি !

বিধুমুখী। জানই তো দিদি, তিনি ছেলেব গাযে সভ্য কাপড দেখ্‌লেই আগুন হ'যে ওঠেন। আমি যদি না থাক্‌তেম তো তিনি বোধ হয ছেলেকে দোলাই গাযে দিযে কোমবে ঘুন্‌সি পবিয়ে ইস্কলে পাঠাতেন—মা গো! এমন সৃষ্টিছাড়া পছন্দও কাবো দেখিনি!

সুকুমাবী। মিছে না! এক বই ছেলে নয, একটু সাজাতে গোজাতেও ইচ্ছা কবে না। এমন বাপও তো দেখিনি! সতীশ আমি তোব জন্য একসুট কাপড ব্যাম্‌জেব ওখানে অর্ডাব দিযে বেখেছি। আহা, ছেলেমানুষেব কি সখ হয় না?

সতীশ। এক সুটে আমাব কি হবে, মাসিমা। লাহিডি সাহেবেব ছেলে আমাব সঙ্গে একসঙ্গে পডে—সে আমাকে তাদেব বাডীতে টেনিস খেলাব নিমন্ত্রণ ক'বেছে, আমি নানা ছুতো কবে' কাটিযে দিই। আমাব তো কাপড় নেই!

শশধব। তেমন জাযগায নিমন্ত্রণে না যাওয়াই ভালো, সতীশ!

সুকুমাবী। আচ্ছা আচ্ছা, তোমাব আব বক্তৃতা দিতে হবে না। ওব তোমাব মতন বযস যখন হবে, তখন—

শশধব। তখন ওকে বক্তৃতা দেবাব অন্য লোক হবে, বৃদ্ধ মেসোব পবামর্শ শোন্‌বাব অবসব হবে না।

সুকুমাবী। আচ্ছা, মশায়, বক্তৃতা কব্‌বাব অন্য লোক যদি তোমাদেব ভাগ্যে না জুটতো, তবে তোমাদেব কি দশা হ'তো ব'লো দেখি।

শশধব। সে কথা বলে' লাভ কি! সে অবস্থা চোখ বুঝে কল্পনা কবাই ভালো!

ভৃত্যেব প্রবেশ

ভৃত্য। কর্ত্তাবাবু লোহাব সিন্দুকেব চাবি চেয়েছেন।

সতীশ। (কানে কানে) সর্ব্বনাশ, মা, সর্ব্বনাশ। গুড়গুড়ির খোঁজ প'ড়েচে।

বিধু। একটু চুপ কর তুই। কেন রে, চাবি কেন?

ভৃত্য। কাল কোথায় যাবেন, চেক বইটা চান।

বিধু। আচ্ছা, একটু সবুর ক'রতে বল, চাবি নিয়ে এখনি যাচ্চি।

ভৃত্যের প্রস্থান।

সতীশ। মা, তোমার সিন্দুক খুললেই তো—

বিধু। একটু থাম! আমাকে একটু ভাবতে দে।

সতীশ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) না, না, এখানে আসতে হবে না, আমি যাচ্ছি!

প্রস্থান।

সুকুমারী। সতীশ ব্যস্ত হ'য়ে পালাল কেন, বিধু?

বিধুমুখী। থালায় করে' তার জলখাবার আন্‌ছিলো কি না, ছেলের তাই তোমাদের সামনে লজ্জা।

সুকুমারী। আহা, বেচারার লজ্জা হ'তে পারে। ও সতীশ, শোন শোন।

সতীশের প্রবেশ

তোর মেসো মশায় তোকে পেলেটির বাড়ী থেকে আইস্‌ক্রিম্ খাইয়ে আন্‌বেন, তুই ওর সঙ্গে যা! ওগো, যাও না—ছেলেমানুষকে একটু—

সতীশ। মাসিমা, সেখানে কী কাপড় পরে' যাবো?

বিধুমুখী। কেন, তোর তো চাপ্‌কান আছে।

সতীশ। চাপকান তো পেলেটির খানসামাদেরও আছে। বেমালুম দলে মিশে যাব।

সুকুমারী। আর যাই হোক বিধু, তোর ছেলে ভাগ্যে পৈতৃক পছন্দটা পায় নি, তাই রক্ষা! বাস্তবিক, চাপকান দেখ্‌লেই খান্‌সামা কিম্বা যাত্রাদলের ছেলে মনে পড়ে। এমন অসভ্য কাপড় আর নেই!

শশধর। এ কথাগুলো—

সুকুমারী। চুপি চুপি ব'লতে হবে? কেন ভয় ক'রতে হবে কা'কে? মন্মথ নিজের পছন্দ মতো ছেলেকে সাজ করাবেন আর আমরা কথা কইতেও পাবো না?

শশধর। সর্ব্বনাশ! কথা বন্ধ ক'রতে আমি বলি নে। কিন্তু সতীশের সামনে এ সমস্ত আলোচনা—

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা বেশ! তুমি ওকে পেলেটির ওখানে নিয়ে যাও।

সতীশ। (জনান্তিকে) মা, লোহার সিন্দুকের চাবি বাবাকে কিছুতেই দিয়ো না—রঙ্গ আমার সেই ঘড়ির কথাটা তুলে ওর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে ভুলিয়ে রেখো।

সুকুমারী। এই যে মন্মথ আসচেন। এখনি সতীশকে নিয়ে বকাবকি করে' অস্থির করে' তুলবেন। আয় সতীশ, তুই আমার সঙ্গে আয়—আমরা পালাই।

প্রস্থান।

মন্মথের প্রবেশ

বিধু। সতীশ ঘড়ি ঘড়ি করে' ক'দিন আমাকে অস্থির করে' তুলেছিলো। দিদি তাকে একটা রূপোর ঘড়ি দিয়েছেন। আগে থাক্‌তে বলে' রাখ্‌লেম, তুমি আবার শুন্‌লে রাগ ক'র্‌বে।

মন্মথ। আগে থাকতে বলে' রাখ্‌লেও রাগ ক'রবো।—শোনো, লোহার সিন্দুকের চাবিটা—

বিধু। তুমি একলা বসে' বসে' রাগ করো আমি চ'ললুম, আমি আর সইতে পারচি নে।

প্রস্থান।

মন্মথ। শশধর, সে ঘড়িটা তোমায় ফিরে নিয়ে যেতে হবে।

শশধর। তুমি যে লোহার সিন্দুক খুলতে যাচ্ছিলে, যাও না।

মন্মথ। সে পরে হবে, কিন্তু ঘড়িটা এখনি তুমি নিয়ে যাও!

শশধর। তুমি তো আচ্ছা লোক। ঘড়ি তো নিয়ে গেলুম; তার পর থেকে আমার সময়টা কাটবে কি রকম? ঘরের লোকের কাছে জবরদস্তী ক'রতে গিয়ে আমাকে যে ঘরছাড়া হ'তে হবে।

মন্মথ। না শশধর, ঠাট্টা নয়, আমি এ সব ভালবাসি নে!

শশধর। ভালবাস না, কিন্তু সহ্যও ক'রতে হয়। সংসারের এই নিয়ম।

মন্মথ। নিজের সম্বন্ধে হ'লে নিঃশব্দে সহ্য ক'রতেম। ছেলেকে মাটি ক'রতে পারি না।

শশধর। সে তো ভালো কথা! কিন্তু স্ত্রীলোকের ইচ্ছার একেবারে খাড়া উল্টোমুখে চ'লতে গেলে বিপদে প'ড়বে।—তার চেয়ে পাশ কাটিয়ে ঘুরে গেলে ফল পাওয়া যায়! বাতাস যখন উল্টো বয়, জাহাজের পাল তখন আড় করে' রাখ্‌তে হয়, নইলে চলা অসম্ভব।

মন্মথ। তাই বুঝি তুমি গৃহিণীর সকল কথাতেই সায় দিয়ে যাও! ভীরু!

শশধর। তোমার মতো অসমসাহস আমার নেই। যার ঘরকন্নার

অধীনে চব্বিশ ঘণ্টা বাস ক'র্‌তে হয়, তাঁকে ভয় না ক'র্‌বো তো কা'কে কর্‌বো ? নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বীরত্ব করে' লাভ কি ? আঘাত ক'রলেও কষ্ট, আঘাত পেলেও কষ্ট। তার চেয়ে তর্কের বেলায় গৃহিণীর যুক্তিকে অকাট্য বলে' কাজের বেলায় নিজের যুক্তিতে চলাই সৎপরামর্শ—গোয়ার্ত্তামি ক'র্‌তে গেলেই মুস্কিল বাধে। আমি চ'ল্লুম, যা ভালো বোঝো কর।

শশধরের প্রস্থান।

বিধুর প্রবেশ

মন্মথ। তোমার ছেলেটিকে যে বিলাতি পোষাক পরাতে আরম্ভ ক'রেছো, সে আমার পছন্দ নয়।

বিধু। পছন্দ বুঝি একা তোমারই আছে। আজকাল তো সকলেই ছেলেদের ইংরেজি কাপড় ধরিয়েছে।

মন্মথ। (হাসিয়া) সকলের মতেই যদি চ'ল্‌বে, তবে সকলকে ছেড়ে একটিমাত্র আমাকেই বিয়ে ক'র্‌লে কেন ?

বিধু। তুমি যদি একমাত্র নিজের মতেই চ'ল্‌বে, তবে একা না থেকে আমাকেই বা তোমার বিয়ে ক'র্‌বার কি দরকার ছিলো ?

মন্মথ। নিজের মত চালাবার জন্যও যে অন্য লোকের দরকার হয়।

বিধু। নিজের বোঝা বহাবার জন্য ধোবার দরকার হয় গাধাকে—কিন্তু আমি তো আর—

মন্মথ। (জিব কাটিয়া) আরে রাম রাম, তুমি আমার সংসার-মরু-ভূমির আরব ঘোড়া। কিন্তু সে প্রাণিবৃত্তান্তের তর্ক এখন থাক। তোমার ছেলেটিকে সাহেব করে' তুলো না !

বিধু। কেন ক'রবো না? তাকে কি চাষা ক'রবো?

মন্মথ। লোহার সিন্দুকের চাবিটা—

বিধবা জায়ের প্রবেশ

ভা। পাই, তোমরা এখানে ভালো হ'য়ে ব'সেই কথা কওনা! দাড়িয়ে কেন? আমি পাশের ঘরে আছি ব'লে বুঝি আলাপ জম্‌ছে না? ভয় নেই ভাই, আমি নীচের ঘরে যাচ্চি।

প্রস্থান।

সতীশের প্রবেশ ও বাপকে দেখিয়াই পলায়ন

মন্মথ। ও কি ও, তোমার ছেলেটাকে কি মাখিয়েছো?

বিধু। মূর্চ্ছা যেয়ো না, ভয়ানক কিছু নয়, একটুখানি এসেন্স মাত্র। তাও বিলাতি নয়—তোমাদের সাধের দিশি।

মন্মথ। আমি তোমাকে বারবার ব'লেছি, ছেলেদের তুমি এ সমস্ত সৌখীন জিনিস অভ্যাস করাতে পারবে না।

বিধু। আচ্ছা, যদি তোমার আরাম বোধ হয় তো কাল থেকে মাথায় কেরোসিন মাখাবো, আর গায়ে কাষ্টর অয়েল্।

মন্মথ। সে ও বাজে খরচ হবে। কেরোসিন কাষ্টর অয়েল্ গায় মাথায় মাখা আমার মতে অনাবশ্যক।

বিধু। তোমার মতে আবশ্যক জিনিষ কটা আছে, তা তো জানি না, গোড়াতেই আমাকে বোধ হয় বাদ দিয়ে ব'স্‌তে হয়।

মন্মথ। তোমাকে বাদ দিলে যে বাদ-প্রতিবাদ একেবারেই বন্ধ হবে। এত কালের দৈনিক অভ্যাস-হঠাৎ ছাড়লে এ বয়সে হয় তো সহ্য হবে না! যাই হোক্, এ-কথা আমি তোমাকে আগে থাক্‌তে ব'লে রাখ্‌ছি,

ছেলেটিকে তুমি সাহেব কবো বা নবাব কবো, তাব খবচ আমি জোগাবো না। আমাব মৃত্যুব পবে সে যা পাবে, তাতে তাব সখেব খবচ চ'ল্‌বে না।

বিধু। সে আমি জানি। তোমাব টাকাব উপবে ভবসা বাখ্‌লে ছেলেকে কপ্নি পবানো অভ্যাস কবাতেম।

মন্মথ। আমিও তা জানি! তোমাব ভগিনীপতি শশধবেব পবেই তোমাব ভবসা। তাব সন্তান নেই বলে' ঠিক কবে' বসে' আছ, তোমাব ছেলেকেই সে উইলে সমস্ত লিখে পড়ে, দিয়ে যাবে। সেই জন্যই যখন তখন ছেলেটাকে ফিবিঙ্গি সাজিযে এক গা গন্ধ মাখিয়ে তাব মেসোব আদব কাড়্‌বাব জন্য পাঠিযে দাও! আমি দাবিদ্র্যেব লজ্জা অনায়াসেই সহ্য ক'ব্‌তে পারি, কিন্তু ধনী কুটুম্বেব সোহাগ যাচনাব লজ্জা আমাব সহ্য হয় না।

বিধু। ছেলেকে মাসিব কাছে পাঠালেও গায়ে সয় না, এত বড়ো মানী লোকেব ঘবে আছি, সে তো পূর্ব্বে বুঝ্‌তে পাবি নি।

বিধবা জার ঘরে প্রবেশ

জা। ভাব্‌লুম, এতক্ষণে কথা ফুরিয়ে গেছে, এইবাব ঘবে এসে পানগুলো সেজে রাখি। কিন্তু এখনো ফুবোলো না। মেজ-বৌ, তোদেব ধন্য! আজ সে তোর ন' বছব বয়স থেকে সুরু হ'য়েচে, তবু তোদেব কথা যে আর ফুবোলো না! রাত্রে কুলোয় না, শেষকালে দিনেও দুইজনে মিলে ফিস্ ফিস্। তোদেব জিবেব আগায় বিধাতা এত মধু দিন-বাত্রি জোগান্ কোথা থেকে, আমি তাই ভাবি। রাগ কোবো না ঠাকুরপো, তোমাদেব মধুবালাপে ব্যাঘাত ক'র্‌বো না।

বিধু। না দিদি, আমাদেব মধুবালাপ লোকালয় থেকে অনেক দূরে গিযেই ক'বতে হবে, নইলে সবাই দেবে। ওগো, এসো—ছাতে এসো, গোটাকতক কথা বলে' বাখি। তুমি আবাব নাকি হঠাৎ কাল লঙ্কাদ্বীপে যাচ্চ—এখানকাব হাওযা তোমাব সহ্য হচ্চে না।

উভয়ের প্রস্থান।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। জেঠাইমা '

জেঠাইমা। কি বাপ।

সতীশ। বাবা কাল ভোবে জাহাজে কবে' কলম্বো যাবেন, তাই কালই লাহিডি সাহেবেব ছেলেকে মা চা খাওয়াতে ডেকেছেন, তুমি যেন সেখানে হঠাৎ গিযে পোড়ো না।

জেঠাইমা। আমাব যাবাব দবকাব কি, সতীশ !

সতীশ। যদি যাও তো তোমাব এ কাপডে চ'ল্‌বে না, তোমাকে—

জেঠাইমা। সতীশ, তোব কোনো ভয নেই, আমি এই ঘরেই থাক্‌বো, যতক্ষণ তোব বন্ধব চা খাওয়া না হয়, আমি বা'ব হবো না।

সতীশ। জেঠাইমা, আমি মনে ক'বছি, তোমাব ওই সামনেব ঘবটাতেই তাকে চা খাওয়াবাব বন্দোবস্ত ক'ব্‌বো। এ বাড়িতে আমাদেব যে ঠাসাঠাসি লোক—চা খাবাব, ডিনাব খাবাব মতো ঘব একটাও খালি পাবাব জো নেই। মা'ব শোবাব ঘবে সিন্দুক্ ফিন্দুক্ কত কি ব'য়েচে, সেখানে কা'কেও নিযে যেতে লজ্জা কবে।

জেঠাইমা। আমাবও ঘবে তো জিনিষপত্র—

সতীশ। ওগুলো বা'র কবে' দিতে হবে। বিশেষত তোমাব ঐ বঁটি চুপ্‌ড়ি বাবকোশগুলো কোথাও না লুকিয়ে বাখ্‌লে চ'ল্‌বে না।

জেঠাইমা। কেন বাবা, ওগুলোতে এত লজ্জা কিসের? তাদের বাড়িতে কি কুট্‌নো কুট্‌বার নিয়ম নেই?

সতীশ। তা জানিনে জেঠাইমা, কিন্তু চা খাবার ঘরে ওগুলো রাখা দস্তুর নয়। এ দেখ্‌লে নরেন লাহিড়ি নিশ্চয় হাসবে, বাড়ি গিয়ে তার বোন্‌দের কাছে গল্প ক'র্‌বে।

জেঠাইমা। শোনো একবার ছেলের কথা শোনো। বঁটি চুপ্‌ড়ি তো চিরকাল ঘরেই থাকে। তা নিয়ে ভাই বোনে মিলে গল্প ক'রতে তো শুনি নি।

সতীশ। তোমাকে আর এক কাজ ক'রতে হবে, জেঠাইমা—আমাদের নন্দকে তুমি যেমন ক'রে' পার এখানে ঠেকিয়ে রেখো। সে আমার কথা শুন্‌বে না, খালি গায়ে ফস ক'রে' সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে।

জেঠাইমা। তাকে যেন ঠেকালেম, কিন্তু তোমার বাবা যখন খালি গায়ে —

সতীশ। তিনি তো কাল কলম্বোয় যাবেন।

জেঠাইমা। বাবা সতীশ, যা মন হয় করিস, কিন্তু আমার ঘরটাতে তোদের ওই খানাটানাগুলো—

সতীশ। সে ভালো ক'রে' সাফ করিয়ে দেবো এখন।

জেঠাইমার প্রস্থান ও বিধুর প্রবেশ

বিধু। পারলুম না, জানো তো সতীশ, তিনি যা ধরেন, তা কিছুতেই ছাড়েন না। কত টাকা হ'লে তোমার মনের মত পোষাক হয় শুনি।

সতীশ। একটা মর্ণিং স্যুট তো মাসি অর্ডার দিয়েচেন, আর একটা

লাউঞ্জ সুটে একশো টাকার কাছাকাছি লাগবে। একটা চলনসই ইভনিং ড্রেস দেড়শো টাকার কমে কিছুতেই হবে না।

বিধু। বলো কি সতীশ। এ তো আড়াইশো টাকার ধাক্কা, এত টাকা—

সতীশ। মা, ঐ তোমাদের দোষ। এক ফকিরি ক'রতে চাও, সে পালো, আর যদি ভদ্র সমাজে মিশতে হয় তো খরচ ক'রতে হবে। সুন্দরবনে পাঠিয়ে দাও না কেন, সেখানে বনের বাদররা ড্রেস কোট পরে না।—কিন্তু মা, সেই গুড়গুড়ি! একটা প্ল্যান ভেবেছি, তুমি বাবাকে বলো যে, কাল রাত্রে তোমার লোহার সিন্দুকের চাবি চুরি গেছে।

বিধু। দেখ সতীশ, এ দিকে তোর বাবার বিবেচনা একটুও নেই—কিন্তু ওঁকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। ধরা পড়ে' যাবি।

সতীশ। ধরা তো এক সময়ে প'ড়বোই। আপাতত কোনো রকম করে'—তা ছাড়া কাল তো উনি কলম্বোয় যাচ্চেন, ইতিমধ্যে যা হয় একটা উপায় করা যাবে। যথেষ্ট সময় পেলে নেকলেসটা চাই কি ফিরিয়েও নিতে পারি। অনেক ভেবে দেখ্‌লুম শেষকালে—ঐ যে বাবা আস্‌চেন। মা, এখনি, আর দেরি কোরো না।

সতীশের প্রস্থান।

শশধর ও মন্মথের প্রবেশ

বিধু। ওগো শুন্‌চো, সর্ব্বনাশ হ'য়েচে। কাল রাত্রে লোহার সিন্দুকের চাবি চুরি গেছে।

শশধর। সে কি কথা বউ। কোথায় চাবি রেখেছিলে, কে ক'রলে এমন কাজ?

বিধু। তাই তো ভাব্‌ছি, হয তো নতুন বেগাবাটা—

শশধব। মন্মথ, তুমি যে একেবাবে অবিচলিত? একবাব খোঁজ কবে' দেখো।

মন্মথ। কোনো লাভ নেই।

শশধব। কি গেল না গেল, সেটা তো একবাব দেখাও চাই।

মন্মথ। কিছু নিশ্চয গেছে, শুধু চাবি নিয়ে ঝম্‌ঝমিয়ে বেড়াবে, চোবের এমন সখ প্রায় থাকে না।

শশধব। কিন্তু কে চোব, সেটা তো বেব কবা চাই।

মন্মথ। সাধুব চেযে যাব দবকাব অনেক বেশি, সেই হয় চোব।

শশধব। আমি কি তোমাব কাছে চোবেব definition চাচ্চি? ব'ল্‌চি সন্ধান কবা চাই তো?

মন্মথ। (উত্তেজনাব সহিত) না, চাইনে, না, চাইনে। ভিতবে যে আছে, তাকে বাইবে সন্ধান ক'ব্‌তে যাওযা বিড়ম্বনা।

শশধব। কি ব'লচো মন্মথ। চলো না একবাব দেখেই আসা যাক।

মন্মথ। নিষ্ফল, নিষ্ফল, আমাব দেখা শেষ হ'য়ে গেছে।

শশধব। অন্তত কালকে কলম্বো যাওয়াটা স্থগিত বাখো, একটা পুলিস তদন্ত কবাও।

মন্মথ। কলম্বোব চেয়ে আবও অনেক দূবে যাওয়া দবকাব—সাউথ পোলে, সেখানে থাকে পেঙ্গুয়িন পাখী, সেখানে থাকে সিন্ধুঘোটক, সেখানে চাবিও চুবি যায় না, আর পুলিস তদন্তর ঠাট্ বসাতে হয় না।

শশধব। বউ যে একেবাবে চুপ, মুখ হ'য়ে গেছে সাদা। চলো ববঞ্চ তোমাতে আমাতে একবাব—

ভৃত্যেব প্রবেশ

ভৃত্য। সাহেববাড়ি থেকে এই কাপড় এসেছে।

মন্মথ। নিয়ে যা, কাপড় নিয়ে যা, এখনি নিয়ে যা।

ভৃত্যের প্রস্থান।

শশধব। আহা, আহা, ক'রচো কি মন্মথ। কাপড় ফিরিয়ে দিয়ে আমাকেই—

মন্মথ। ঐ কাপড়গুলোতেই আছে চাবিচুরির ব্যাকটীরিয়া—টাকা চুরির বীজ—এই আমি তোমাকে বলে' গেলুম। (প্রস্থান। বিধুমুখীর মেজের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কান্না)

শশধর। বউ, ছি, ছি, এমন করে' কাদতে নেই। ওঠো ওঠো।

বিধু। যায় মশায়, আমার বেচে সুখ নেই।

শশধব। কিছুই বুঝতে পারচি নে। মন্মথ কাকে সন্দেহ ক'রচে। সতীশকে না কি ?

বিধু। নিজের ছেলেকে যদি সন্দেহ না ক'রবে, তবে বাপ কিসের ? যদি মা হতো, ছেলেকে গর্ভে ধারণ ক'রতো, তা' হ'লে বুঝ্‌তো ছেলে ব'লতে কী বুঝায়। গেছে তো গেছে না হয় সোনার গুড়গুড়িটাই গেছে, আমার সতীশ কি ওঁর সোনার গুড়গুড়ির চেয়ে কম দামের ?

শশধব। সোনার গুড় গুড়ির কথা কি ব'লচো ? সিন্দুক থেকে কী গেছে, দেখেচো না কি ?

বিধু। হাঁ, তা,—না দেখিনি। আমি ব'লচি ওঁর সিন্দুকে সেই গুড়গুড়ি ছাড়া আর তো দামী জিনিষ নেই,—তা সেটা যদি চুরি হ'য়েই থাকে, তাই ব'লেই কি ছেলেকে সন্দেহ ?

শশধর। তোমার সন্দেহটা কাকে বউ ?

বিধু। কেন ? ওর তো সেই বড়ো ভালবাসার উড়ে বেয়ারা আছে বনমালী। তার হাতেই তো ওঁর সব। সে হ'লো ভারী সাধু, ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। একটু ইসারাতেও বলো দেখি পুলিস দিয়ে তার বাক্সো তল্লাস ক'র্‌তে, হাঁ হা করে' মার্‌তে আস্‌বেন—সে তো ওর ছেলে নয়। ও বেয়ারা, তাই তার পরে এত ভালবাসা।

শশধর। কিছু মনে কোরো না বউ, আমি যাচ্চি, ওকে বুঝিয়ে ব'লি।

প্রস্থান।

সতীশের দ্রুত প্রবেশ

সতীশ। মা, ভয়ানক বিপদ।

বিধু। আবার কি হ'লো ? বুকের ধড়ধড়ানি এক মুহূর্ত্ত থাম্‌তে দিলো না।

সতীশ। সেই যে মতি পাল, যার কাছে টাকা ধার নিয়েছিলুম, সে বাবার কাছে চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়েছে দেখলুম—এতক্ষণে বোধ হয়—

বিধু। সর্ব্বনাশ ! যা তুই বায় মশায়কে শীগ্‌গির আমার কাছে পাঠিয়ে দে, এখনো তিনি যান নি।

সতীশের প্রস্থান।

মন্মথর প্রবেশ

মন্মথ। এই দেখ চিঠি। পড়ে' দেখ।

বিধু। না, আমি প'ড়্‌তে চাইনে।

মন্মথ। প'ড়্‌তেই হবে।

বিধু। (চিঠি পড়িয়া) তা কি হ'য়েছে ?

মন্মথ। বেশি কিছু না, চুবি হ'য়েছে, আমাব গুড়গুড়ি চুবি।

বিধু। নিজেব ছেলে নিয়েছে, তাকে বলো চুবি? ব'ল্‌তে তোমাব জিব্ টাক্‌বায আট্‌কে গেলো না?

মন্মথ। যে কথা ব'ল্‌তে জিব আট্‌কে যাওয়া উচিত ছিলো, সে কথা তুমিই ব'লেচো।

বিধু। কি ব'লেচি?

মন্মথ। সেই চাবি চুবিব মিথ্যে গল্প।

বিধু। বেশ ক'বেচি। নিজেব ছেলেব জন্য ব'লেচি,—তাব বাপেব হাত থেকে তাব প্রাণ বাচাবাব জন্যে ব'লেচি।

মন্মথ। প্রাণ বাঁচালেই কি বাচানো হ'লো?

বিধু। অনেক হ'য়েচে; আব ধর্ম্ম উপদেশ শুন্‌তে চাইনে। এখন ছেলেব উপব কোন জল্লাদী ক'বতে চাও, খোলসা কবে' বলো।

মন্মথ। পুলিসে খবব দেবো।

বিধু। দাও না। চাবি আমাব হাতে ছিলো, আমিই তো চুবি কবে' ওকে দিযেচি। যাক্ আমাকে নিযে জেলে, সেখানে আমি সুখে থাক্‌বো। অনেক সুখে, এব চেয়ে অনেক সুখে; মনে হবে স্বর্গে গেচি।

মন্মথ। দবকাব নেই; তোমাদেব কোথাও যেতে হবে না, অনেক সুখে, এব চেয়ে অনেক সুখে; মনে হবে স্বর্গে গেচি।

মন্মথ। দবকাব নেই; তোমাদেব কোথাও যেতে হবে না, অনেক দিন আগেই যাব যাওয়া উচিত ছিলো, সেই একলা যাবে।

প্রস্থান।

শশধরের প্রবেশ

শশধব। আমাকে এ বাড়িতে দেখ্‌লে মন্মথ ভয় পায়। ভাবে কালো

কোর্ত্তা ফর্‌মাস দেবার জন্য ফিতা হাতে তার ছেলের গায়ের মাপ নিতে এসেচি। ওর আবার বুকের ব্যামো, ভয় হয়, পাছে আমাদের কথায় উত্তেজিত হ'য়ে ওর বিপদ ঘটে। যা হোক, এ ব্যাপারটা কি হ'লো? তুমি ব'ললে চারি চুরি, যে রকমটা দেখা যাচ্চে, তাতে কথাটা—

বিধু। সবই তো শুনেছো। ব'লতে গেলে সতীশেরই জিনিষ, ওরই আপন প্রপিতামহের। আজ বাদে কাল ওরই হাতে আসতো, সেইটে নিয়েচে ব'লেই—

শশধর। তা যা বলো বউ, কাজটা ভালো হয়নি, ওটা চুরিই বটে।

বিধু। তাই যদি হয়, তবে প্রপিতামহের দান সতীশকে নিতে না দিয়ে উনি সেটা তালাবন্ধ করে' রেখেচেন, সে ও কি চুরি নয়? এ গুডগুড়ি কি ওঁর আপন উপার্জ্জনের টাকায়?

সতীশের প্রবেশ

শশধর। কি সতীশ, খরচপত্র বিবেচনা করে' করো না, এখন কি মুস্কিলে প'ড়েছো দেখ দেখি!

সতীশ: মুস্কিল তো কিছুই দেখি নে।

শশধর। তবে হাতে কিছু আছে বুঝি। ফাস করো নি।

সতীশ। কিছু তো আছেই।

শশধর। কত?

সতীশ। আফিম কেনবার মতো।

বিধু। (কাঁদিয়া উঠিয়া) সতীশ, ও কি কথা তুই বলিস্, আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি, আমাকে আর দগ্ধাস্‌নে।

শশধব। ছি ছি, সতীশ। এমন কথা যদি বা কখনো মনেও আসে, তবু কি মা'র সামনে উচ্চারণ করা যায়? বড়ো অন্যায় কথা।

সতীশ। (জনান্তিকে) মা, তোমাকেও বলে' রাখি, আমি যেমন করে' পারি, সেই নেকলেসটা ফিরিয়ে এনে বাবার গুড়গুড়ি উদ্ধার করে' তাঁর হাতে 'দয়ে তবে এ বাড়ি থেকে ছুটি নেবো। বাবার সম্পত্তি যে আমার নয়, এ কথাটা খুব স্পষ্ট করে' বুঝতে পেরেছি। আর যাই হোক, আমার প্রাণটা তো আমার, এটা তো বাবার লোহার সিন্দুকে বাঁধা পড়েনি, এটা তো রাখতেও পারি, ফেলতেও পারি।

সুকুমারীর প্রবেশ

বিধু। দিদি, সতীশকে রক্ষা করো। ও কোন্ দিন কি করে' বসে। আমি তো ভয়ে বাঁচি নে। ও যা বলে, শুনে আমার গা কাঁপে।

সুকুমারী। কি সর্ব্বনাশ! সতীশ, আমার গা ছুঁয়ে বল্, এমন সব কথা মনেও আন্‌বি নে। চুপ করে' রইলি যে। লক্ষ্মী বাপ আমার। তোর মা মাসির কথা মনে করিস।

সতীশ। জেলে বসে মনে করার চেয়ে এ সমস্ত হাঙ্গামার ব্যাপার জেলের বাইরে চুকিয়ে ফেলাই ভালো।

সুকুমারী। আমরা থাকতে তোকে জেলে কে নিয়ে যাবে?

সতীশ। পেয়াদা।

সুকুমারী। আচ্ছা, সে দেখ্‌বো কত বড়ো পেয়াদা, ওগো, এই টাকাটা ফেলে দাও না, ছেলেমানুষকে কেন কষ্ট দেওয়া!

শশধর। টাকা ফেলে দিতে পারি, কিন্তু মন্মথ আমার মাথায় ইঁট ফেলে না মারে!

সতীশ। মেসোমশায়, সে ইঁট তোমার মাথায় পৌঁছবে না, আমার

ঘাড় প'ড়বে। একে একজামিনে ফেল ক'রেছি, তার উপর দেনা, এর উপরে জেলে যাবার এত বড়ো সুযোগটা যদি মাটি হ'য়ে যায়, তবে বাবা আমার সে অপরাধ মাপ ক'র্‌বেন না।

বিধু। সত্য দিদি। সতীশ মেসোর টাকা নিয়েচে শুন্‌লে তিনি বোধ হয় ওকে বাড়ি থেকে বা'র ক'রে দেবেন।

সুকুমারী। তা দিন না। আর কি কোথাও বাড়ি নেই না কি? ও বিধু, সতীশকে তুই আমাকেই দিয়ে দে না! আমার তো ছেলেপুলে নেই, আমিই না হয় ওকে মানুষ করি? কি বলো গো?

শশধর। সে তো ভালোই। কিন্তু সতীশ যে বাঘের বাচ্চা, ওকে টান্‌তে গেলে তার মুখ থেকে প্রাণ বাঁচান দায় হবে।

সুকুমারী। বাঘ মশায় তো বাচ্ছাটিকে জেলের পেয়াদার হাতেই সমর্পণ করে' দিয়েছেন, আমরা যদি তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাই, এখন তিনি কোনো কথা বল্‌তে পারবেন না।

শশধর। বাঘিনী কি বলেন, বাচ্ছাই বা কি বলে?

সুকুমারী। যা বলে, আমি জানি, সে-কথা আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না। তুমি এখন দেনাটা শোধ করে' দাও।

বিধু। দিদি।

সুকুমারী। আর দিদি দিদি করে' কাঁদতে হবে না। চল তোর চুল বেঁধে দিই গে। এমন ছিরি করে' তোর ভগ্নীপতির সাম্‌নে বা'র হ'তে লজ্জা করে না?

শশধর ব্যতীত সকলের প্রস্থান

মন্মথের প্রবেশ

শশধর। মন্মথ, ভাই, তুমি একটু বিবেচনা করে' দেখো—

মন্মথ। বিবেচনা না ক'রে তো আমি কিছুই করি না।

শশধর। তবে দোহাই তোমার, বিবেচনা একটু খাটো করো! ছেলেটাকে কি জেলে দেবে? তাতে কি ওর ভালো হবে?

মন্মথ। তা জানিনে, কিন্তু যার যেটা প্রাপ্য, সে তাকে পেতেই হবে।

শশধর। পাপের চেয়েও বড়ো জিনিষ আছে, তার পরেও মানুষের দাবী থাকা অন্যায় নয়।

মন্মথ। মিথ্যে আমাকে ব'লচো। হয় তো সব দোষ আমারই, একলা আমারই। তার শাস্তিও যথেষ্ট পেয়েচি। এখন তোমরাই যদি সংশোধনের ভার নাও তো নাও, আমি নিষ্কৃতি নিলুম।

উভয়ের প্রস্থান।

সতীশের বেগে প্রবেশ

সতীশ। (উচ্চস্বরে) মা, মা!

বিধুর প্রবেশ

বিধু। কী সতীশ, কী হ'য়েছে?

সতীশ। ঠিক ক'রেছি, যেমন করে' হোক্ নেকলেস্‌টা নেলির কাছ থেকে ফিরিয়ে আন্‌বোই।

বিধু। কী ছুতো ক'র্‌বি?

সতীশ। কোনো ছুতোই না। সত্যি কথা ব'ল্‌বো। নেলির কাছে আমি কিছু লুকোবো না।

বিধু। না, না, সে কি হয়?

সতীশ। ব'ল্‌বো গুড়গুড়ির কথা—ব'ল্‌বো আমার অবস্থা কত খারাপ। আমি নেলিকে ফাঁকি দিতে পার্‌বো না।

বিধু। সতীশ, আমার কথা শোন্, বিয়েটা আগে হোক, তার পরে সত্য মিথ্যে যা ইচ্ছে তোর তাই বলিস।

সতীশ। সে আমি কিছুতে পারবো না। আমি জানি, নেলি একটুও মিথ্যে সইতে পারে না। আমি কিচ্ছু লুকোবো না। আগাগোড়া সব ব'ল্‌বো।

বিধু। তার পরে?

সতীশ। (ললাট আঘাত করিয়া) তার পরে কপাল।

তৃতীয় দৃশ্য

মিষ্টার লাহিড়ির বাড়িতে টেনিস্‌ক্ষেত্র

নলিনী। ও কি সতীশ, পালাও কোথায়?

সতীশ। তোমাদের এখানে টেনিস্‌পার্টি জান্‌তেম না, আমি টেনিসস্যুট পরে' আসিনি।

নলিনী। জন্‌বুলের যত বাছুর আছে, সকলেরই তো এক রঙের চামড়া হয় না, তোমার না হয় ওরিজিন্যাল ব'লেই নাম র'ট্‌বে। আচ্ছা, আমি তোমার সুবিধা করে' দিচ্ছি। মিষ্টার নন্দী, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

নন্দী। অনুরোধ কেন, হুকুম বলুন না—আমি আপনার সেবার্থে

নলিনী। যদি একেবারে অসাধ্য বোধ না করেন তো আজকের মতো আপনারা সতীশকে মাপ ক'রবেন—ইনি আজ টেনিস্‌স্যুট্ পরে' আসেন নি। এত বড়ো শোচনীয় দুর্ঘটনা।

নন্দী। আপনি ওকালতি ক'রলে খুন, জাল, ঘর জ্বালানও মাপ ক'রতে পারি। টেনিসস্যুট না প'রে এলেই যদি আপনার এত দয়া হয়, তবে আমার এই টেনিসস্যুটটা মিষ্টার সতীশকে দান করে' তাঁর এই—এটাকে কি বলি! তোমার এটা কি স্যুট্, সতীশ? খিচুরী স্যুটই বলা যাক—তা আমি সতীশের এই খিচড়ী স্যুট্টা পরে' রোজ এখানে আসবো। আমার দিকে যদি স্বর্গের সমস্ত সূর্য্য চন্দ্র তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, তবু লজ্জা ক'রবো না। সতীশ এ কাপড়টা দান ক'রতে যদি তোমার নিতান্তই আপত্তি থাকে, তবে তোমার দর্জ্জির ঠিকানাটা দিয়ো। ফ্যাশানেবল ছাঁটের চেয়ে মিস লাহিড়ির দয়া অনেক মূল্যবান্।

নলিনী। শোনো, শোনো সতীশ, শুনে রাখো। কেবল কাপড়ে ছাঁট নয়, মিষ্ট কথার ছাঁদও তুমি মিষ্টার নন্দীর কাছে শিখতে পার। এমন আদর্শ আর পাবে না। বিলাতে ইনি ডিউক ডাচেস্ ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথাও কন নাই! মিষ্টার নন্দী, আপনাদের সময় বিলাতে বাঙালী ছাত্র কে কে ছিলো?

নন্দী। আমি বাঙালীদের সঙ্গে সেখানে মিশিনি।

নলিনী। শুনচো সতীশ! রীতিমত সভ্য হ'তে গেলে কত ছোঁওয়া বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়। তুমি বোধ হয় চেষ্টা ক'রলে পারবে। টেনিস্‌স্যুট্ সম্বন্ধে তোমার যে রকম সূক্ষ্ম ধর্ম্মজ্ঞান, তাতে আশা হয়। (অন্যত্র গমন)

সতীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) নেলিকে আজ পর্য্যন্ত বুঝ্‌তেই পারলেম না।

চারুবালা নন্দীর কাছে আসিয়া

চারু। মিষ্টার নন্দী, সুশীলের সঙ্গে আমার একটা কথা নিয়ে মোর তর্ক হ'য়ে গেছে, আপনাকে তার নিষ্পত্তি করে' দিতে হবে—আমি বাজি রেখেছি—

নন্দী। যদি আমার উপরেই নিষ্পত্তির ভার থাকে, তা'হ'লে বাজিতে আপনি নিশ্চয়ই জিত্‌বেন।

চারু। না, না, আগে কথাটা শুনুন,—তার পরে বিচার করে—

নন্দী। যাদের faith নেই, সেই নাস্তিকরাই সব কথা আগাগোড়া শোনে, বিচার করে—কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে কতকগুলি জিনিষ আছে, শাস্ত্রে যাদের বলে অন্ধ। আমি দেবী-woshipper, অন্ধ ভক্ত।

চারু। আপনার কথা শুন্‌লেই স্পষ্ট বুঝতে পারি, আপনি অক্সফোর্ডে প'ড়েছেন। এখন আমাদের বাজে কথাটা শুনুন। সুশীল ব'ল্‌তে চায়, "আমার এই শাড়ির রঙের সঙ্গে আমার এই জুতোর রং মানায় না।

নন্দী। সুশীল নিশ্চয় রংকাণা। আপনার সাড়ির সঙ্গে জুতোর চমৎকার ম্যাচ হ'য়েচে। যদি মাপ করেন তো বলি, আপনার এই রুমালটার রঙ—

চারু। এ বুঝি আমার রুমাল? এ যে নেলির,—সে জোর করে' আমাকে দিলে—বহরমপুর না কোথা থেকে এই ফুলকাটা মুসলমানী ফ্যাশানের রুমাল কিনেচে। আমাকে ব'ল্‌লে, সাজের মধ্যে অন্তত একটা দিশী জিনিষ থাক্।

নন্দী। I see—মিস্ বোস্, আপনি টেনিসের next setএ পার্টনার ঠিক্ ক'রেচেন?

চারু। না

নন্দী। আমাকে যদি select করেন, তাহ'লে দেখ্‌তে পাবেন, আপনার শাড়ির সঙ্গে জুতোর যে রকম ম্যাচ হ'য়েচে, টেনিসে আপনার সঙ্গে আমার তার চেয়ে খারাপ ম্যাচ হবে না।

চারু। আপনাকে পার্টনার পেলে তো জিৎবই। আমি ভেবেছিলেম, next set এ আপনি বুঝি নেলির সঙ্গে engaged.

নন্দী। না, she wanted to be excused.

চারু। ওঃ, বোধ হয় সতীশের সঙ্গে কথা আছে। আমি তো বুঝ্‌তে পারিনে সতীশের মধ্যে নলিনী কী যে দেখেচে।

নন্দী। দেখেছে ওর monumental absurdity আর তার চেয়ে absurd ওর—থাক্, সে কথা থাক।

চারু। কিন্তু ওর মতো অত বড়ো অযোগ্য লোককে—

নন্দী। অযোগ্যতা হচ্চে শূন্য পেয়ালা, কৃপা দিয়ে ভরা সহজ।

চারু। শুধু কেবল কৃপা! ছিঃ! শ্রদ্ধা কি তার চেয়েও বড়ো নয়? চলুন খেল্‌তে। কিন্তু আপনি তো জানেন, আমি ভারি বিশ্রী খেলি।

নন্দী। খেলায় আপনি হারতে পারেন; কিন্তু বিশ্রী খেল্‌তে কিছুতেই পারেন না।

চারু। Thanks.

উভয়ের প্রস্থান।

নলিনী। (পুনরায় আসিয়া) কি সতীশ, এখনও যে তোমার মনের খেদ মিট্‌লো না। টেনিস কোর্ত্তার শোকে তোমার হৃদয়টা যে বিদীর্ণ হ'য়ে গেলো। হায়, হায়, কোর্ত্তাহারা অভাগা হৃদয়ের সান্ত্বনা জগতে কোথায় আছে—দর্জ্জির বাড়ি ছাড়া!

সতীশ। আমার হৃদয়টার ঠিকানা যদি জান্‌তে, তা'হ'লে খুব বেশি ক'রে তাকে খুঁজে বেড়াতে হ'তো না।

নলিনী। (করতালি দিয়া) **Bravo !** মিষ্টার নন্দীর দৃষ্টান্তে মিষ্ট কথার আমদানি সুরু হ'য়েছে। উন্নতি হবে ভরসা হ'চ্ছে। এসো একটু কেক খেয়ে যাবে, মিষ্ট কথার পুরস্কার মিষ্টান্ন।

সতীশ। না আজ আর খাবো না, আমার শরীরটা

নলিনী। সতীশ, আমার কথা শোনো,—টেনিস্ কোর্ত্তার থেকে শরীর নষ্ট কোরো না। কোর্ত্তা জিনিষটা জগতের মধ্যে সেরা জিনিষ, কিন্তু এই তুচ্ছ শরীরটা না হ'লে সেটা ঝুলিয়ে বেড়াবার সুবিধা হয় না।

সতীশ। নেলি, আজ তোমাকে একটা খুব বিশেষ কথা ব'লতে এসেছি—

নলিনী। না, না, বিশেষ কথার চেয়ে সাধারণ কথা আমি ভালোবাসি।

সতীশ। যেমন করে' হোক্ ব'লতেই হবে, নইলে বাঁচবো না, তার পরে যদি বিদায় করে' দাও তবে মাথা হেঁট্ করে' জন্মের মতোই—

নলিনী। সর্ব্বনাশ ! সহজে ব'ল্‌বার কথা পৃথিবীতে এত আছে যে, চমক-লাগানো কথা না ব'ল্‌লেও সময় কেটে যায়। আমারও ব'ল্‌বার কথা একটা আছে, তার পরে যদি সময় থাকে, তুমি ব'লো !

সতীশ। আচ্ছা, তাই আগে বলে' নাও, কিন্তু আমার কথা শুন্‌তেই হবে।

নলিনী। ব'ল্‌বার জন্যেই তোমাকে ডেকেছি, বলে' নিই, রাগ ক'রো না।

সতীশ। তুমি ডেকেচো বলে' বাগ ক'ববো, আমি এত বড়ো savage ?

নলিনী। সকল সময়েই নন্দী সাহেবের চেলাগিরি কোরো না। বলো দেখি, আমার জন্মদিনে তুমি আমাকে অমন দামি জিনিষ কেন দিলে ? সেই তোমার নেকলেস ?

সতীশ। নেকলেস ? সেটা কি তবে—

নলিনী। ভুল বোঝো না—জিনিষটা খুব ভালো। কিন্তু তুমি যে ঐ টে কেনবার জন্যে -

সতীশ। নেলি, চুপ চুপ, তোমার মুখে আমি সে কথা শুনতে পারবো না। কে তোমাকে কী ব'লেচে, সব মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা—

নলিনী। হঠাৎ অমন ক্ষেপে উঠলে ? কি মিথ্যে কথা ? নেকলেস্‌টা তুমিই আমাকে দিয়েচো, সে ও কী মিথ্যে কথা ?

সতীশ। না, না, হাঁ, তা হ'তেও পারে, এ রকম করে' দেখলে হয় তো—

নলিনী। নেকলেস্ এক রকম করে' ছাড়া আর ক'রকম করে' দেখা যায় ? কথা উঠতে না উঠতেই আগে থাকতেই তুমি যেন—

সতীশ। আচ্ছা, তা বলো, কি ব'লছিলে বলো।

নলিনী। কিচ্ছু না, খুব সাদা কথা, অমন দামী জিনিষ আমাকে কেন দিলে ?

সতীশ। আচ্ছা বেশ, তা'হ'লে আমাকে ফিরিয়ে দাও।

নলিনী। ঐ দেখ আবার অভিমান !

সতীশ। আমার মতো অবস্থার লোকের অভিমান কিসের ? দাও তবে ফিরিয়েই দাও।

নলিনী। অমন সুব কবো যদি, তোমাব সঙ্গে মন খুলে কথা কওযাই শক্ত হয়। একটু শান্ত হ'য়ে শোনো আমাব কথা। মিষ্টাব নন্দী আমাকে নির্ব্বোধেব মতো একটা দামি ব্রেস্‌লেট্ পাঠিযেছিলেন, তুমি অমনি নির্ব্বুদ্ধিতাব সুব চড়িয়ে তাব চেয়ে দামি একটা নেক্‌লেস্ পাঠাতে গেলে কেন?

সতীশ। সেটা বোঝবাব শক্তি থাক্‌লেই তো:মানুষেব কোনো মুস্কিল ঘটে না। যে অবস্থায লোকেব বিবেচনাশক্তি থাকে না, সে অবস্থাটা তোমাব একেবাবে জানা নেই বলে' তুমি বাগ কবো নেলি।

নলিনী। আমাব সাত জন্মে জেনে কাজ নেই। কিন্তু ও নেক্‌লেস্ তোমাকে ফিবিযে নিয়ে যেতে হবে।

সতীশ। ফিবে দেবে?

নলিনী। দেবো বাহাদুবি দেখাবাব জন্য যে দান, আমাব কাছে সে দানেব মূল্য নেই!

সতীশ। বাহাদুবি দেখাবাব জন্যে! এমন কথা তুমি ব'ল্‌লে? অন্যায় ব'ল্‌ছো, নেলি।

নলিনী। আমি কিছুই অন্যায ব'ল্‌চিনে—তুমি যদি আমাকে একটি ফুল দিতে, আমি ঢেব বেশি খুসি হ'তেম। তুমি যখন-তখন প্রাযই মাঝে মাঝে আমাকে কিছু না কিছু দামি জিনষ পাঠাতে আবম্ভ ক'বেছো। পাছে তোমাব মনে লাগে বলে' আমি এত দিন কিছু বলিনি। কিন্তু ক্রমেই মাত্রা বেড়ে চলেছে, আব আমাব চুপ কবে' থাকা উচিত নয। এই নাও তোমাব নেক্‌লেস্।

সতীশ। আচ্ছা তবে নিলুম। (হাতে লইয়া অনেকক্ষণ নাড়া' চাড়া করিয়া ধূলায় ফেলিয়া দিল)

নলিনী। ও কী হ'লো ?

সতীশ। ভেবেছিলুম, ওব দাম আছে, ওব কোন দাম নেই।

নলিনী। (তুলিযা লইযা) তুমি বাগই কবো আব যাই কবো, আমাব যা ব'লবাব, তোমাকে ব'লবোই। আমি তো তোমাকে ছেলেবেলা থেকেই জানি, আমাব কাছে ভাঁড়িযো না। সত্য কবে' বলো, তোমাব কি অনেক টাকা ধাব হয নি ?

সতীশ। (চমকিয়া উঠিযা) কে ব'ললে ধাব হ'যেছে ? কে ব'ল্‌লে তোমাকে ? এক জন কেউ আছে, সে লাগালাগি ক'বচে। তাব নাম বলো , আমি তাকে—

নলিনী। আজ তোমাব কী হ'যেছে বলো তো ?

সতীশ। ব'লতেই হবে, তোমাকে কে ব'লেছে আমাব ধাবেব কথা ? আমি তাকে দেখে নিতে চাই।

নলিনী। কেউ বলে নি। আমি তোমাব মুখ দেখেই বুঝ্‌তে পাবি। আমাব জন্য তুমি এমন অন্যায কেন ক'বচো ?

সতীশ। সময়বিশেষে লোকবিশেষেব জন্যে মানুষ প্রাণ দিতে ইচ্ছে কবে, আজকালকাব দিনে প্রাণ দেবাব ভদ্র উপায় খুঁজে পাওযা যায় না—অন্তত ধাব কবাব দুঃখটুকু স্বীকাব ক'ব্‌বাব যে সুখ, তাও কি ভোগ ক'ব্‌তে দেবে না ? আমাব পক্ষে যা মৃত্যুব চেয়েও দুঃসাধ্য, আমি তোমাব জন্য তাই ক'বতে চাই নেলি, এ'কে যদি তুমি নন্দী সাহেবেব নকল বলো, তবে আমাব পক্ষে মর্ম্মান্তিক হয।

নলিনী। আচ্ছা, তোমাব যা ক'ব্‌বাব, তা তো ক'বেচো—তোমাব সেই ত্যাগ স্বীকাব-টুকু আমি নিলেম—এখন এ জিনিষটা ফিবে নাও।

সতীশ। তবে দাও, তাই দাও। যদি আমার অন্তরের কথাটা বুঝে থাকো, তাহ'লে—

নলিনী। থাক থাক অন্তরের কথা অন্দরমহলেই থাক। নেকলেস্‌টা এই নিয়ে যাও।

সতীশ। (হাতে লইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) সেই ভালো, তবে যাই। (কিছু দূর গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) দয়া করো নেলি, দয়া করো—যদি আমাকে ফিরিয়ে নিতে হয়, তবে ওটা গলায় ফাঁস লাগিয়ে দম বন্ধ ক'রে আমার পক্ষে মরা ভালো।

নলিনী। দেনা তুমি শোধ ক'রবে কি করে'?

সতীশ। মা'র কাছ থেকে টাকা পাবো।

নলিনী। ছি ছি, তিনি মনে ক'রবেন, আমার জন্যই তাঁর ছেলের দেনা হ'চ্চে। সতীশ, তোমার এই নেকলেসটা হাতে করে' নেওয়ার চেয়ে ঢের বেশি করে' নিয়েচি, এই কথাটা তোমাকে বুঝে দেখ্‌তে হ'বে। নইলে কখনই তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পার্‌তুম না। দিলে অপমান করা হ'তো! বুঝতে পার্‌চো?

সতীশ। সম্পূর্ণ না।

নলিনী। তোমার দান করাকেই আমি বেশি মান দিয়েছি বলেই তোমার দানের জিনিষকে অনায়াসে ত্যাগ ক'রতে পারি। মনে করো না, এটা হারিয়ে গেছে, সেই হারানোতে তোমার দান তো একটুও হারায় না।

সতীশ। ঠিক ব'ল্‌চো, নেলি?

নলিনী। ঠিক ব'ল্‌চি। আমি যেমন সহজে এটি তোমার হাতে ফিরিয়ে দিচ্চি, তেমনি সহজে তুমি এটি আমার হাত থেকে ফিরে নাও। তাহ'লে আমি ভারি খুসি হবো।

সতীশ। খুসি হবে? তবে দাও। (নেকলেস্ লইয়া) কিন্তু যে হাত দিয়ে তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে, সেই হাতেই তুমি আর এক জনের ব্রেস্লেট্ প'রেচো, সে যেন আমাকে—

নলিনী। ওতে কন্যার হাত নেই সতীশ, আছে কন্যাকর্ত্তার হাত। বাবা বিশেষ করে ব'লেছিলেন, আজ—

সতীশ। আচ্ছা, ঐ বেস্লেট্ চিরদিনই তোমার হাতে থাকে—এই নেক্লেস্ কেবল কিছুক্ষণের জন্যে গলায় পরো, তার পরে আমি নিয়ে যাবো।

নলিনী। প'র্লে বাবা রাগ ক'রবেন।

সতীশ। কেন?

নলিনী। তা'হলে এই ব্রেস্লেট্ পরার দাম কমে' যাবে।—ফের মুখ গম্ভীর ক'র্চো?

সতীশ। কথাটা কি খুব প্রফুল্ল হবার মতো?

নলিনী। নয় তো কি? তোমার কাছে যে আমি এত খুলে কথা বলি, তার কোনো দাম নেই? অকৃতজ্ঞ! মিষ্টার নন্দীর সঙ্গে আমি এমন করে' কইতে পার্তুম? এবার কিন্তু টেনিস্ কোর্ট থেকে যাও।

সতীশ। কেন যেতে ব'ল্চো, নেলি? এখানে আমাকে মানায় না?

নলিনী। না, মানায় না।

সতীশ। চাঁদনির কাপড় পরি বলে'?

নলিনী। সে একটা কারণ বই কি?

সতীশ। তুমি আমাকে এমন কথা ব'ল্লে?

নলিনী। আমি যদি তোমাকে সত্যি কথা বলি, খুসি হোয়ো, অন্যে ব'ল্লে রাগ ক'র্তে পারো।

সতীশ। তুমি আমাকে অযোগ্য বলে' জানো, এতে আমি খুসি হবো ?

নলিনী। এই টেনিস কোর্টের অযোগ্যতাকে তুমি অযোগ্যতা বলে' লজ্জা পাও ? এতেই আমি সব চেয়ে লজ্জা বোধ করি। তুমি তো তুমি, এখানে স্বয়ং বুদ্ধদেব এসে যদি দাঁড়াতেন, আমি দুই হাত জোড় করে' পায়ের ধুলো নিয়েই তাঁকে ব'লতুম, ভগবান্, লাহিড়িদের বাড়ির এই টেনিস্ কোর্টে আপনাকে মানায় না, মিষ্টার নন্দীকে তার চেয়ে বেশী মানায়। শুনে কি তখনই তিনি হার্ম্মানের বাড়ি ছুট্‌তেন টেনিস স্যুট্ অড়ার দিতে ?

সতীশ। বুদ্ধদেবের সঙ্গে—

নলিনী। তোমার তুলনাই হয় না, তা জানি। আমি ব'লতে চাই, টেনিস্ কোর্টের বাইরেও একটা মস্ত জগৎ আছে—সেখানে চাঁদনীর কাপড় পরেও মনুষ্যত্ব ঢাকা পড়ে না। এই কাপড় পরে' যদি এখনি ইন্দ্রলোকে যাও তো উর্ব্বশী হয় তো একটা পারিজাতের কুড়ি ওর 'বাটন হোল'এ পরিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হবে না—অবিশ্যি তোমাকে যদি তার পছন্দ হয়।

সতীশ। বাটন্ হোল তো এই ব'য়েচে, গোলাপের কুঁড়িও তোমার খোঁপায়—এবারে পছন্দর পরিচয়টা কি ভিক্ষে করে' নিতে পারি ?

নলিনী। আবার ভুলে যাচ্চ, এটা স্বর্গ নয়, এটা টেনিস্ কোর্ট।

সতীশ। এটা যে স্বর্গ নয়, সেইটে ভুল্‌তে পারিনে ব'লেই তো—

নলিনী। এইবার তো নন্দীর সুর লাগ্‌চে গলায়—

সতীশ। তার একটিমাত্র কারণ—আমি টেনিস্ কোর্টেরই যোগ্য হ'তে চাই। উর্ব্বশীর হাতের পারিজাতের কুঁড়ির পরে আমার একটুও লোভ নেই।

নলিনী। বড়ো দুঃসাধ্য তোমার তপস্যা, সতীশ—স্বর্গে তোমার কম্পিটিশন কার্ত্তিককে নিয়ে চাঁদকে নিয়ে—এখানে আছেন স্বয়ং মিষ্টার নন্দী। পেরে উঠ্‌বে না, কন্যাকর্ত্তাদের সব দামি দামি অর্কিড, শুঁবি 'বাটন্ হোলে' গিয়ে পৌঁচচ্ছে। ছেড়ে দাও আশা।

সতীশ। আর্কিডের আশা ছেড়েছি, কিন্তু ঐ গোলাপের কুঁড়ি—

নলিনী। ওটা বাবা যখন দোকান থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন, তখন কামনা ক'রেছিলেন, ওর সদ্গতি হয় যেন—

সতীশ। অর্থাৎ—

নলিনী। ঐ অর্থাতের মধ্যে অনেকখানি অর্থ আছে।

সতীশ। আর আমি যে তোমার স্তব করে' মরি, তার মধ্যে যতটা শব্দ আছে, ততটা অর্থ নেই?

নলিনী। যদি কিছু থাকে, সে কন্যাকর্ত্তাদের অমর লোকের উপযুক্ত নয়।

সতীশ। অতএব আমাকে সদ্য স্বর্গপ্রাপ্তির চেষ্টা ক'র্‌তে হবে। চ'লেম তবে সেই তপস্যায়।

নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। Hallo সতীশ বাবু। ও কি ও! সেই নেক্‌লেস্‌টা নিয়ে চ'লেচো যে। সে দিন তো এল্‌বাম নিয়ে সরে' প'ড়েছিলে, আজ নেক্‌লেস্? Bravo! you know how to eat pudding and yet to keep it।

সতীশ। বুঝ্‌তে পার্‌চিনে আপনার কথা।

নন্দী। আমরা যা দিই, তা ফিরে নিই নে, তার বদলেও কিছু ফিরে

পাই নে। দেবার হাত নেবার হাত দুই হাতই খালি থাকে। You are lucky, বিনা মূলধনে ব্যবসা ক'রে এত enormous profit !

নলিনী। ও কি সতীশ, হাতের আস্তিন গুটচ্চা যে, মারামারি ক'রবে না কি ? তা'হ'লে মনের থেকে আমার নেক্‌লেসটা ভাঙবে দেখ চি। দাও ওটা গলায় পরে' নিই। (নেকলেস লইয়া গলায় পরা) অমনি নেবোনা, সতীশ, এর দাম দেবো। (গোলাপের কুঁড়ি সতীশের 'বাটন হোল্' এ পরাইয়া দেওয়া) মিষ্টার নন্দী, আপনার ব্রেস্‌লেট্ আপনি নিয়ে যান।

নন্দী। কেন ?

নলিনী। এর দাম আমার কাছে নেই।

নন্দী। বিনা দামেই তো আমি—

নলিনী। আপনার খুব দয়া। কিন্তু আমার তো আত্ম সম্মান আছে। এসো সতীশ, তোমাদের দু'জনের লড়াই দেখ বার সময় আমার নেই। তার চেয়ে এসো বেড়াতে বেড়াতে গল্প করি, সময়টা কাট্‌বে ভালো।

উভয়ের প্রস্থান।

চারুবালার প্রবেশ

চারু। মিষ্টার নন্দী, আপনার নৈবেদ্য দেখ্‌তে পাচ্চি, কিন্তু সামনে দেবতা নেই যে।

নন্দী। কে ব'ল্‌লে নেই ?

চারু। সাকার দেবতার কথা বল্‌চি, নিরাকারের খবর জানিনে।

নন্দী। পূজা যদি নেন, তা'হ'লে করকমলে—

চারু। আপনি মাঝে মাঝে চোখে ভুল দেখেন না কি ? আমি তো—

নন্দী। হাঁ, ভুল ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছই—

চারু। তার পরে redirected হ'য়ে—

নন্দী। ঘুরে আস্‌তে হয়।

চারু। আজ আপনার কপালে তারি ছাপ দেখ্‌তে পাচ্চি।

নন্দী। ছাপের সংখ্যা আর বাড়াবেন না, তা'হ'লে কলঙ্কের চিহ্নটাই জাগ্‌বে, ঠিকানাটাই প'ড়বে চাপা।

চারু। আপনার মতো আলাপ ক'রতে আমি কাউকে শুনিনি—চমৎকার কথা কইতে পারেন।

নন্দী। শুধু যে কেবল কানে শোনার কথাই আমার সম্বল, তা নয়, হাতে সোনাও জোগাতে পারি, এইটে প্রমাণ ক'রতে দিন।

চারু। আপনি বাংলাতেও pun ক'র্‌তে পারেন—ক্ষমতা আছে। কিন্তু মিষ্টার নন্দী, ও ব্রেস্‌লেট্‌ তো নেলির—

নন্দী। সেইটেই তো হ'য়েছিলো মস্ত ভুল। শোধ্‌বারার opportunity যদি না দেন, তা'হ'লে উদ্ধার হবে কি ক'রে?

চারু। ঐ নেলি আস্‌চে, চলুন আমরা ঐ দিকে যাই।

উভয়ের প্রস্থান।

নেলি ও সতীশের প্রবেশ

নলিনী। যথেষ্ট হ'য়েছে সতীশ, আজ যদি মিষ্টি কথা ব'ল্‌বার চেষ্টা করো, তা'হ'লে কিন্তু রসভঙ্গ হবে।

সতীশ। আচ্ছা, আমাকে যদি একেবারে চুপ করিয়ে রাখ্‌তে চাও, তা'হ'লে ঐ গানটা আমাকে শোনাও।

নলিনী। কোন্‌টা?

সতীশ। সেই যে "উজাড় ক'রে দাও হে আমার সকল সম্বল।"

নেলিব গান

উজাড় করে' লও হে আমার সকল সম্বল।
শুধু ফিরে চাও ফিরে চাও ওহে চঞ্চল।
চৈত্র রাতের বেলায়
না হয় এক প্রহরের খেলায়
আমার স্বপন-স্বরূপিণী প্রাণে দাও পেতে অঞ্চল।
যদি এই ছিলো গো মনে,
যদি পরম দিনের স্মরণ ঘুচাও চরম অযতনে।
তবে ভাঙা খেলার ঘরে
না হয় দাঁড়াও ক্ষণেক তরে,
ধূলায় ধূলায় ছড়াও হেলায় ছিন্ন ফুলের দল।

লাহিড়ি সাহেবের প্রবেশ

লাহিড়ি। নেলি, এই দিকে এসো। শুনে যাও। (জনান্তিকে) সতীশের বাপ মাবা গেছেন।

নলিনী। সে কি কথা?

লাহিড়ি। মাদ্রাজে। সে-ও আজ তিন দিন হ'লো। Heartএব weakness থেকে।

নলিনী। সতীশ জানে না?

লাহিড়ি। না মন্মথ বাড়ির লোককে কাছে ডাক্‌তে মানা ক'রেছিলেন। সেখানে ওঁর বাড়ির ঠিকানাও কেউ জান্‌তো না। দৈবাৎ পূজোর ছুটিতে এক জন বাঙালী উকীল সেখানে ছিলো, মৃত্যুশয্যায় সেই তাঁর উইল তৈরী ক'রেছে। সে আজ এসে পৌছেচে। আমাকে

সে জানে—আমার কাছেই প্রথম এসেছিলো, আমি মন্মথর বাড়িতে তাকে এইমাত্র বওনা ক'রে দিলুম। তুমি সতীশকে শীঘ্র সেখানে পাঠিয়ে দাও।

প্রস্থান।

নলিনী। সতীশ, চা প'ড়ে র'য়েচে, খেয়ে নাও।

সতীশ। আমার ইচ্ছে ক'রচে না।

নলিনী। আমার কথা শোনো, শুধু চা নয়, কিছু খাও। এই নাও কটি।

সতীশ। মনে রেখো নেলি, গরীব বলেই আমার দানের দাম অনেক বেশি।

নলিনী। দেখো, ও কথা আজ থাক। কাল হবে। এখন তুমি খেয়ে নাও।

সতীশ। তাড়া দিচ্চ কেন—আমার তো আপিস নেই।

নলিনী। চুপ চুপ, কথা কোয়ো না, খাও। আরেকটু খাও। এই নাও।

সতীশ। আর পারচিনে—আমার হ'য়েচে। আমার খাবার রুচি চ'লে গেছে।

নলিনী। আচ্ছা, তা'হ'লে এসো—শোনো। তোমাকে দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিই।

সতীশ। আমার এমন সৌভাগ্য তো আর কখনো—

নলিনী। চুপ চুপ। চ'লে এসো।

প্রস্থান।

লাহিড়ি ও লাহিড়ির জায়ার প্রবেশ

লাহিড়ি জায়া। সতীশের বাপ হঠাৎ মারা গেছে?

মিষ্টার লাহিড়ি। হাঁ।

জায়া। কে যে ব'ল্‌লে সমস্ত সম্পত্তি অনাথ আশ্রমে দিয়ে গেছে, কেবল সতীশেব মা'ব জন্য জীবিতকাল পর্য্যন্ত ৭৫ টাকা মাসহাবা ববাদ্দ। এখন কি কবা যায়!

লাহিড়ি। এত ভাবনা কেন তোমাব?

জায়া। বেশ লোক যা হোক্ তুমি! তোমাব মেযে যে সতীশকে ভালবাসে, সেটা বুঝি তুমি দুই চক্ষু খেযে দেখ তে পাও না! তোমাব নেলি এ দিকে লঙ্কাব ধোঁয়া দিযে নন্দীকে দেশছাড়া ক'বে দিযেছে। নন্দী তো ভযে ওব কাছেই ঘেঁষ তে চায না। জানো বোধ হয, চারুব সঙ্গে সে engaged.

লাহিড়ি। সে দিন টেনিস কোর্টেই সেটা বোঝা গিয়েছিলো।

লাহিড়ি জায়া। এখন উপায কি ক'ববে?

লাহিড়ি। আমি তো মন্মথব টাকাব উপব কোনো দিন নিভব কবি নি!

জাযা। তবে কি ছেলেটিব উপব নির্ভব কবে' ব'সেছিলে? অন্নবস্ত্রটা বুঝি অনাবশ্যক?

লাহিড়ি। সম্পূর্ণ আবশ্যক। সতীশেব একটি মেসো আছে বোধ হয় জান।

জাযা। মেসো তো ঢেব লোকেবই থাকে, তাতে ক্ষুধা শান্তি হয না।

লাহিড়ি। এই মেসোটি আমাব মক্কেল—অগাধ টাকা।—ছেলেপুলে কিছুই নেই—বযসও নিতান্ত অল্প নয। সে তো সতীশকেই পোষ্যপুত্র নিতে চায।

জায়া। মেসোটি তো ভালো। তা চট্‌পট্ নিক্ না। তুমি একটু তাড়া দাও না।

লাহিড়ি। তাড়া আমাকে দিতে হবে না, তার ঘরের মধ্যেই তাড়া দেবার লোক আছে। সবই প্রায় ঠিকঠাক এখন কেবল একটা আইনের খট্‌কা উঠেছে—এক ছেলেকে পোষ্যপুত্র লওয়া যায় কি না—তা ছাড়া সতীশের আবার বয়স হ'য়ে গেছে।

জায়া। আইন তো তোমাদেরই হাতে—তোমরা চোখ বুজে একটা বিধান দিয়ে দাও না।

লাহিড়ি। ব্যস্ত হয়ো না—পোষ্যপুত্র না নিলেও অন্য উপায় আছে।

জায়া। আমাকে বাচালে। আমি ভাব ছিলেম সম্বন্ধ ভাঙি কি ক'রে। আবার আমাদের নেলি যে রকম জেদালো মেয়ে, সে যে কি করে' ব'সতো বলা যায় না। কিন্তু তাই বলে' গরীবের হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না। ঐ দেখ, তোমার মেয়ে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে।

লাহিড়ি। কিন্তু নেলি যে সতীশকে ভালবাসে, সে তো দেখে মনে হয় না। ও তো সতীশকে নাকের জলে চোখের জলে করে। এক সময়ে আমি ভাব তুম, নন্দীর ওপরেই ওর বেশি টান।

জায়া। তোমার মেয়েটির ঐ স্বভাব—সে যাকে ভালবাসে, তাকেই জ্বালাতন করে। দেখ না বিড়ালছানাটাকে নিয়ে কি কাণ্ডটাই করে! কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তবু তো ওকে কেউ ছাড়্‌তে চায় না।

নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। মা, একবার সতীশবাবুর বাড়ি যাবে না? তাঁর মা বোধ হয় খুব কাতর হ'য়ে প'ড়েছেন। বাবা, আমি একবার তাঁর কাছে যেতে চাই।

চতুর্থ দৃশ্য

শশধরের ঘর

সম্মুখেই বাগান

সতীশ। বাবার শাপ এখনো ছাড়ে নি, মা, এখনো ছাড়েনি। তিনি আমার ভাগ্যের উপরে এখনো চেপে ব'সে আছেন।

বিধু। আমাদের যা ক'রবার, তা তো ক'রেচি, গয়াতে তার সপিণ্ডীকরণ হ'য়ে গেলো—তোর মাসীর কল্যাণে ব্রাহ্মণবিদায়েরও ভালো আয়োজন হ'য়েছিল।

সতীশ। সেই পুণ্যফল মাসির কপালেই ফ'ললো। নইলে—

বিধু। তাই তো। নইলে এত বয়সে তাঁর ছেলে হবে, এমন সর্ব্বনেশে কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

সতীশ। অন্যায়। অন্যায়। বাবার সম্পত্তি পেতে পার্‌তুম, তার থেকে বঞ্চিত হলুম, তার পরে আবার—কি অন্যায়!

বিধু। অন্যায় নয় তো কি? নিজের বোন্‌পোকে এমন করেও ঠকালে? শেষকালে দয়াল ডাক্তারের ওষুধ তো খাটলো, আমরা কালীঘাটে এত মানত ক'র্‌লুম, তার কিছুই হ'লোনা। একেই বলে কলিকাল। একমনে ভগবান্‌কে ডাক্—তিনি যদি এখনো—

সতীশ। মা এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিলো, কিন্তু যে রকম অন্যায় হ'লো, তাতে—ঈশ্বরের কাছে—তিনি দয়া করে' যেন—

বিধু। আহা, তাই হোক্—নইলে তোর উপায় কি হবে, সতীশ? হে ভগবান্, তুমি যেন—

সতীশ। এ যদি না হয়, ঈশ্বরকে আমি আর মান্‌বো না; কাগজে নাস্তিকতা প্রচার ক'র্‌বো। কে বলে তিনি মঙ্গলময়।

বিধু। আরে চুপ চুপ, এখন অমন কথা মুখে আন্‌তে নেই! তিনি দয়াময়, তাঁর দয়া হ'লে কি না ঘট্‌তে পারে। সতীশ, আজ বুঝি ওদের ওখানে যাচ্চিস্?

সতীশ। হাঁ।

বিধু। তোর সেই সাহেবের দোকানের কাপড় পরিস্ নি যে?

সতীশ। সে সব পুড়িয়ে ফেলেছি।

বিধু। সে আবার কবে হ'লো?

সতীশ। অনেক দিন। টেনিস্ পার্টিতে নলিনীকে কথা দিয়ে এসেছিলেম।

বিধু। সে যে অনেক দামের!

সতীশ। নইলে পোড়াবার মজুরী পোষাবে কেন? স্বর্ণলঙ্কারও তো অনেক দাম ছিলো।

বিধু। তোমাদের বোঝা আমার কর্ম্ম নয়! যাই, দিদির খোকাকে নাওয়াতে হবে।

প্রস্থান।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। শতীশ!

সতীশ। কি মাসিমা!

সুকুমারী। কাল যে তোমাকে খোকার কাপড় কিনে আনবার জন্য এত করে' বল্লেম, অপমান বোধ হ'ল বুঝি!

সতীশ। অপমান কিসের, মাসিমা! কাল লাহিড়ি সাহেবের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল, তাই—

সুকুমারী। লাহিড়ি সাহেবের ওখানে তোমার এত ঘন ঘন যাতায়াতের দরকার কি, তা ত ভেবে পাইনে। তারা সাহেব মানুষ, তোমার মত অবস্থার লোকের কি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সাজে? আমি ত শুনলেম, তোমাকে তারা পোঁছে না, তবু বুঝি ঐ রঙীন টাইয়ের উপর টাইপিং প'রে বিলাতি কার্ত্তিক সেজে তাদের ওখানে আনাগোনা করতেই হবে! তোমার কি একটুও সম্মানবোধ নেই! এ দিকে একটা কাজ করতে বল্‌লে মনে মনে রাগ করা হয়, পাছে ওঁকে কেউ বাড়ির সরকার মনে করে' ভুল করে! কিন্তু সরকারও ত ভালো—সে খেটে উপার্জ্জন করে' খায়।

সতীশ। মাসিমা, আমিও হয় ত অনেক আগেই তা' পারতেম, কিন্তু তুমিই ত—

সুকুমারী। তাই বটে! জানি, শেষকালে আমারি দোষ হবে! এখন বুঝ্‌চি, তোমার বাপ তোমাকে ঠিক চিনতেন! আমি আরো ছেলেমানুষ বলে' দয়া করে' তোমাকে ঘরে স্থান দিলেম, জেল থেকে বাঁচালেম, শেষকালে আমারি যত দোষ হ'ল। এ'কেই বলে কৃতজ্ঞতা! আচ্ছা, আমারই না হয় যত দোষ, তবু যে ক'দিন এখানে আমাদের অন্ন খাচ্চ, দরকারমত দুটো কাজই না হয় করে' দিলে। এমন কি কেউ করে না? এ'তে কি অত্যন্ত অপমান বোধ হয়!

সতীশ। কিছু না, কিছু না, কি করতে হবে বল, আমি এখনি করচি।

সুকুমারী। আজ তোমার আপিসের ছুটি আছে, তোমাকে দোকানে যেতে হবে। খোকার জন্য সাড়ে সাত গজ বেনারো সিল্ক চাই—আর একটা সেলার সুট। (সতীশের প্রস্থানোদ্যম) শোন শোন, ওর মাপটা নিয়ে যেয়ো। জুতো চাই। (সতীশ প্রস্থানোন্মুখ) ব্যস্ত হচ্চ কেন—সবগুলো ভালো করে' শুনেই যাও! আজও বুঝি লাহিড়ি সাহেবের কটি বিস্কিট খেতে যাবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট করচে। খোকার জন্য ষ্ট্র-হ্যাট্ এনো—আর তার রুমালও এক ডজন চাই! (সতীশের প্রস্থান। তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া) শোন সতীশ, আর একটা কথা আছে। শুন্‌লেম তোমার মেসোর কাছ থেকে তুমি নূতন সুট কেন্‌বার জন্য আমাকে না বলে' টাকা চেয়ে নিয়েছ। যখন নিজের সামর্থ্য হবে, তখন যত খুসি সাহেবিয়ানা কোরো, কিন্তু পরের পয়সায় লাহিড়ি সাহেবদের তাক্ লাগিয়ে দেবার জন্য মেসোকে ফতুর করে' দিয়ো না। সে টাকাটা আমাকে ফেরৎ দিয়ো। আজকাল আমাদের বড় টানাটানির সময়।

সতীশ। আচ্ছা, এনে দিচ্চি।

সুকুমারী। এখনো দোকান খুল্‌তে দেরী আছে। কিন্তু টাকা বাকি যা থাকে, ফেরৎ দিয়ো যেন। একটা হিসাব রাখ্‌তে ভুলো না। (সতীশের প্রস্থানোদ্যম) শোন সতীশ—এই ক'টা জিনিষ কিন্‌তে আবার যেন আড়াই টাকা গাড়ি ভাড়া লাগিয়ে ব'সো না! ঐ জন্যে তোমাকে কিছু আন্‌তে ব'ল্‌তে ভয় করে। দু'পা হেঁটে চ'ল্‌তে হ'লেই অমনি তোমার মাথায় মাথায় ভাবনা পড়ে—পুরুষ মানুষ এত বাবু হ'লে তো চলে না! তোমার বাবা রোজ সকালে নিজে হেঁটে গিয়ে নতুন বাজার থেকে মাছ কিনে আন্‌তেন—মনে আছে তো? মুটেকেও তিনি এক পয়সা দেন নাই।

সতীশ। তোমার উপদেশ মনে থাক্‌বে—আমিও দে'বো না! আজ হ'তে তোমার এখানে মুটে ভাড়া বেহারার মাইনে যত অল্প লাগে, সে দিকে আমার সর্ব্বদাই দৃষ্টি থাকবে। (সুকুমারীর প্রস্থান) সেই চিঠিটা এই বেলা শেষ করি, নইলে সময় পাবো না (চিঠি লিখ্‌তে প্রবৃত্ত)।

হরেনের প্রবেশ

হরেন। দাদা, ও কি লিখ্‌চো, কা'কে লিখ্‌চো, বলো না?

সতীশ। যা, যা, তোর সে খবরে কাজ কি, তুই খেলা কর্‌গে যা!

হরেন। দেখি না কি লিখ্‌চো—আমি আজকাল প'ড়্‌তে পারি।

সতীশ। হরেন, তুই আমাকে বিরক্ত করিস্‌নে বল্‌চি—যা তুই।

হরেন। ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, রয়ে আকার রা, সয়ে আকার সা, ভালবাসা। দাদা কি ভালবাসার কথা লিখ্‌চো, বলো না। কাঁচা পেয়ারা?

সতীশ। আঃ হরেন, অত চেঁচাসনে ভালবাসার কথা আমি লিখিনি।

হরেন। অ্যাঁ, মিথ্যা কথা ব'ল্‌চো। ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, রয়ে আকার সয়ে আকার ভালবাসা। আচ্ছা, মাকে ডাকি, তাঁকে দেখাও।

সতীশ। না, না, মাকে ডাক্‌তে হবে না! লক্ষ্মীটি, তুই একটু খেলা কর্‌তে যা, আমি এইটে শেষ করি।

হরেন। এটা কি দাদা! এ যে ফুলের তোড়া! আমি নেবো।

সতীশ। ওতে হাত দিস্‌নে—হাত দিস্‌নে, ছিঁড়ে ফেল্‌বি।

হরেন। না, আমি ছিঁড়ে ফেলবো না, আমাকে দাও না!

সতীশ। থোকা, কাল তোকে অনেক তোড়া এনে দেবো, এটা থাক্‌।

হরেন। দাদা, এটা বেশ, আমি এইটেই নেবো!

সতীশ। না, এ আব এক জনেব জিনিষ, আমি তোকে দিতে পাববোনা।

হবেন। অ্যা, মিথ্যে কথা! আমি তোমাকে লজঞ্চুস্ আন্‌তে ব'লেছিলেম, তুমি সেই টাকায় তোড়া এনেছ—তাই বই কি, আবেকজনের জিনিষ বই কি!

সতীশ। হবেন, লক্ষ্মী ভাই, তুই একটুখানি চুপ কব, চিঠিখানা শেষ কবে' ফেলি। কাল তোকে আমি অনেক লজঞ্চুস্ কিনে এনে দেবো।

হবেন। আচ্ছা. তুমি কি লিখ্‌চো, আমাকে দেখাও।

সতীশ। আচ্ছা দেখাবো, আগে লেখাটা শেষ কবি।

হবেন। তবে আমিও লিখি। (শ্লেট লইয়া চীৎকাব স্বরে) ভয়ে আকাব ভা,—

সতীশ। চুপ চুপ, অত চীৎকাব কবিস্ নে!—আঃ থাম্ থাম্!

হবেন। তবে আমাকে তোডাটা দাও।

সতীশ। আচ্ছা নে, কিন্তু খববদাব ছিঁড়িস্‌নে!—ও কি ক'র্‌লি! যা বাবণ ক'র্‌লেম, তাই, ফুলটা ছিঁড়ে ফেল্লি। এমন বদ ছেলেও তো দেখিনি! (তোড়া কাড়িয়া লইয়া চপেটাঘাত কবিয়া) লক্ষ্মীছাড়া কোথাকাব। যা এখান থেকে—যা ব'ল্‌চি! যা!

হরেনের চীৎকার স্বরে ক্রন্দন ও সতীশের সবেগে প্রস্থান।

বিধু। সতীশ বুঝি হবেনকে কাঁদিয়েচে, দিদি টেব পেলে সর্ব্বনাশ হবে। হবেন, বাপ আমাব, কাঁদিস্‌নে, লক্ষ্মী আমাব, সোনা আমার।

হবেন। (সরোদনে) দাদা আমাকে মেরেচে।

বিধু। আচ্ছা, চুপ কর, চুপ কব, আমি দাদাকে খুব করে' মার্‌বো এখন।

হরেন। দাদা ফুলের তোড়া কেড়ে নিয়ে গেলো

বিধু। আচ্ছা, সে আমি তার কাছ থেকে নিয়ে আস্‌চি! (হরেনের ক্রন্দন) এমন ছিঁচকাঁদুনে ছেলেও তো আমি কখনো দেখিনি। দিদি আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খাচ্চেন। যখন যেটি চায়, তখন সেটি তাকে দিতে হবে। দেখোনা, একেবারে নবাবপুত্র! ছি ছি, নিজের ছেলেকে কি এমনি ক'রেই মাটি ক'র্‌তে হয়! (সতজ্জনে) খোকা, চুপ কর ব'ল্‌চি, ঐ হাম্‌দোবুড়ো আস্‌চে।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। বিধু, ও কি ও! আমার ছেলেকে কি এমনি ক'রেই ভূতের ভয় দেখাতে হয়। আমি চাকর বাকরদের বারণ করে' দিয়েচি, কেউ ওর কাছে ভূতের কথা ব'ল্‌তে সাহস করে না।—আর তুমি বুঝি মাসি হ'য়ে ওর এই উপকার ক'র্‌তে ব'সেচো! কেন বিধু, আমার বাছা তোমার কি অপরাধ ক'রেচে! ওকে তুমি দু'টি চক্ষে দেখ্‌তে পার না, তা আমি বেশ বুঝেচি! আমি বরাবর তোমার ছেলেকে পেটের ছেলের মতো মানুষ ক'র্‌লেম আর তুমি বুঝি আজ তারই শোধ নিতে এসেচো।

বিধু। (সরোদনে) দিদি, এমন কথা বোলো না। আমার কাছে সতীশ আর তোমার হরেনে প্রভেদ কি আছে!

হরেন। মা, দাদা আমাকে মেরেচে!

বিধু। ছি ছি খোকা, মিথ্যা ব'ল্‌তে নেই। দাদা তোর এখানে ছিলোই না, তা মার্‌বে কি করে'।

হরেন। বাঃ—দাদা যে এইখানে বসে' চিঠি লিখ্‌ছিলো—তাতে ছিল ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল।

সুকুমারী। তোমরা মায়ে পোয়ে মিলে আমার ছেলের সঙ্গে লেগেচো বুঝি। ওকে তোমাদের সহ্য হচ্চে না! ও গেলেই তোমরা বাঁচো। আমি তাই বলি, খোকা রোজ ডাক্তার কবরাজের বোতল বোতল ওষুধ গিলচে, তবু দিন দিন এমন রোগা হ'চ্চে কেন। ব্যাপারখানা আজ বোঝা গেলো।

সকলের প্রস্থান

সতীশ ও নলিনীর প্রবেশ

সতীশ। এ কি, তুমি যে এ বাড়িতে?

নলিনী। শশধর বাবু বাবাকে কি একটা আইনের কাজে ডেকেচেন। আমি তাঁর সঙ্গে এসেছি।

সতীশ। আমি তোমার কাছে শেষ বিদায় নিতে চাই নেলি।

নলিনী। কেন, কোথায় যাবে?

সতীশ। জাহান্নামে।

নলিনী। যে লোক সন্ধান জানে, সে তো ঘরে বসেই সেখানে যেতে পারে। আজ তোমার মেজাজটা এমন কেন? কলারটা বুঝি ঠিক্ হাল ফেশানের হয় নি!

সতীশ। তুমি কি মনে কর, আমি কেবল কলারের কথাই দিন-রাত্রি চিন্তা করি।

নলিনী। তাই তো মনে হয়। সেই জন্যই তো হঠাৎ তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাশীলের মতো দেখায়!

সতীশ। ঠাট্টা রোরো না নেলি, তুমি যদি আজ আমার হৃদয়টা দেখ্‌তে পেতে—

নলিনী। তা হ'লে ডুমুরের ফুল এবং সাপের পাঁচ পাও দেখ্‌তে পেতাম!

সতীশ। আবার ঠাট্টা! তুমি বড়ো নিষ্ঠুর। সত্যই বল্‌চি নেলি, আজ বিদায় নিতে এসেছি।

নলিনী। দোকানে যেতে হবে?

সতীশ। মিনতি কর্‌চি নেলি, ঠাট্টা করে' আমাকে দগ্ধ করো না। আজ আমি চিরদিনের মতো বিদায় নেবো!

নলিনী। কেন, হঠাৎ সে জন্য তোমার এত বেশি আগ্রহ কেন?

সতীশ। সত্য কথা বলি, আমি যে কত দরিদ্র, তা তুমি জান না!

নলিনী। সে জন্য তোমার ভয় কিসের। আমি তো তোমার কাছে টাকা ধার চাইনি।

সতীশ। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হ'য়েছিল—

নলিনী। তাই পালাবে? বিবাহ না হ'তেই হৃৎকম্প!

সতীশ। আমার অবস্থা জান্‌তে পেরে মিষ্টার লাহিড়ি আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন।

নলিনী। অমনি সেই অপমানেই কি নিরুদ্দেশ হ'য়ে যেতে হবে। এত বড়ো অভিমানী লোকের কারো সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখা শোভা পায় না। সাধে আমি তোমার মুখে ভালবাসার কথা শুন্‌লেই ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দি।

সতীশ। নেলি, তবে কি এখনো আমাকে আশা রাখ্‌তে বলো!

নলিনী। দোহাই সতীশ, অমন নভেলি ছাঁদে কথা বানিয়ে বলো না, আমার হাসি পায়। আমি তোমাকে আশা রাখ্‌তে ব'ল্‌বো কেন? আশা যে রাখে, সে নিজের গরজেই রাখে, লোকের পরামর্শ শুনে রাখে না।

সতীশ। সে তো ঠিক কথা! আমি জানতে চাই, তুমি দারিদ্র্যকে ঘৃণা করো কি না?

নলিনী। খুব করি, যদি সে দারিদ্র্য মিথ্যার দ্বারা নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা করে।

সতীশ। নেলি, তুমি কি কখনো তোমার চিরকালের অভ্যস্ত আরাম ছেড়ে গরীবের ঘরের লক্ষ্মী হ'তে পারবে?

নলিনী। নভেলে যে রকম ব্যারামের কথা পড়া যায়, সেটা তেমন করে' চেপে ধরলে আরাম আপনি ঘরছাড়া হয়।

সতীশ। সে ব্যারামের কোনো লক্ষণ কি তোমার—

নলিনী। সতীশ, তুমি কখনো কোনো পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হ'তে পারলে না। স্বয়ং নন্দী সাহেবও বোধ হয় অমন প্রশ্ন তুলতেন না। তোমাদের এক চুলও প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

সতীশ। তোমাকে আমি আজও চিনতে পারলেম না নেলি।

নলিনী। চিনবে কেমন করে'? আমি তো তোমার হাল ফেশানের টাই নই—কলার নই—দিনরাত যা নিয়ে ভাবো, তাই তুমি চেনো।

সতীশ। আমি হাত যোড় করে' ব'লচি নেলি, তুমি আজ আমাকে এমন কথা ব'লো না। আমি যে কি নিয়ে ভাবি, তা তুমি নিশ্চয় জানো।

নলিনী। ঐ যে বাবা ডাকচেন। তাঁর কাজ হ'য়ে গেছে। যাই!

উভয়ের প্রস্থান।

সুকুমারী ও শশধরের প্রবেশ

সুকুমারী। দেখ, তোমাকে জানিয়ে রাখ্‌চি, আমার হরেনকে মারবার জন্যেই ওরা মায়ে পোয়ে উঠে পড়ে' লেগেছে।

শশধব। আঃ, কি বলো! তুমি কি পাগল হ'যেছো নাকি?

সুকুমাবী। আমি পাগল, না, তুমি চোখে দেখ্‌তে পাও না!

শশধব। কোনটাই আশ্চর্য্য নয়, দুটোই সম্ভব। কিন্তু—

সুকুমাবী। আমাদেব হবেনেব জন্ম হ'তেই দেখনি ওদেব মুখ কেমন হ'যে গেছে। সতীশেব ভাবখানা দেখে বুঝতে পাব না!

শশধব। আমাব অত ভাব বুঝবাব ক্ষমতা নেই, সে তো তুমি জানোই।

সুকুমাবী। সতীশ যখনই আডালে পায, তোমাব ছেলেকে মাবে, আবাব বিধুও তাব পিছনে পিছনে এসে খোকাকে জুজুব ভয দেখায।

শশধব। ঐ দেখ, তোমবা ছোটো কথাকে বডো ক'বে তোলো। যদিই বা সতীশ খোকাকে কখনো—

সুকুমাবী। সে তুমি সহ্য ক'বতে পাবো, আমি পাববো না—ছেলেকে তো তোমাব গভে ধব্‌তে হযনি!

শশধব। সে কথা আমি অস্বীকাব ক'বতে পাববো না। এখন তোমাব অভিপ্রায কি শুনি।

সুকুমাবী। শিক্ষা সম্বন্ধ তুমি তো বডো বডো কথা বলো, একবাব তুমি ভেবে দেখ না, আমবা হবেনকে যে ভাবে শিক্ষা দিতে চাই, তাব মাসি তাকে অন্যরূপ শেখায—সতীশেব দৃষ্টান্তটিই বা তাব পক্ষে কি বকম, সেটাও তো ভেবে দেখ্‌তে হয়।

শশধব। তুমি যখন অত বেশি কবে' ভাবচো, তখন তাব উপবে আমাব আব ভাববাব দবকাব কি আছে! এখন কর্ত্তব্য কি বলো?

সুকুমাবী। আমি বলি, সতীশকে তুমি বলো, পুরুষ মানুষ পবেব পয়সায বাবুগিবি কবে, সে কি ভালো দেখ্‌তে হয! আব যাব সামর্থ্য কম, তাব অত লম্বা চালেই বা দবকাব কি?

শশধর। মন্মথ সেই কথাই ব'লতো। আমরাই তো সতীশকে অন্যরূপ বুঝিয়েছিলেম। এখন ওকে দোষ দিই কি করে'?

সুকুমারী। না—দোষ কি ওর হ'তে পারে! সব দোষ আমারি। তুমি তো আর কারো কোনো দোষ দেখ্‌তে পাও না—কেবল আমার বেলাতেই—

শশধর। ওগো, রাগ করো কেন—আমিও তো দোষী।

সুকুমারী। তা হ'তে পারে। তোমার কথা তুমি জানো। কিন্তু আমি কখনো ওকে এমন কথা বলিনি যে, তুমি তোমার মেসোর ঘরে পায়ের উপর পা দিয়ে গোফে তা দাও আর লম্বা কেদারায় বসে' বসে' আমার বাছার উপর বিষদৃষ্টি দিতে থাকো।

শশধর। না, ঠিক ঐ কথাগুলো তুমি তাকে মাথার দিব্য দিয়ে শপথ করিয়ে নাওনি—অতএব তোমাকে দোষ দিতে পারিনে। এখন কি ক'রতে হবে বলো।

সুকুমারী। সে তুমি যা ভালো বোঝো, তাই করো। কিন্তু আমি ব'লচি, সতীশ যতক্ষণ এ বাড়িতে থাকবে, খোকাকে কোন মতে বাইরে যেতে দিতে পারবো না। ও তো আমারই আপন বোনের ছেলে। কিন্তু আমি ওকে এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বাস করিনে—এ আমি তোমাকে স্পষ্টই ব'ললেম।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। কাকে বিশ্বাস কর না মাসিমা! আমাকে? আমি তোমার খোকাকে সুযোগ পেলে গলা টিপে মার্‌বো, এই তোমার ভয়? যদি মারি, তবে তুমি তোমার বোনের ছেলের যে অনিষ্ট ক'রেচো, তার চেয়ে

ওর কি বেশি অনিষ্ট করা হবে? কে আমাকে ছেলেবেলা হ'তে নবাবের মতো সৌখীন করে' তুলেচে এবং আজ ভিক্ষুকের মতো পথে বের কল্লে? কে আমাকে পিতার শাসন থেকে বিশ্বের লাঞ্ছনার মধ্যে টেনে আনলে? কে আমাকে—

সুকুমারী। ওগো শুন্‌চো? তোমার সাম্‌নে আমাকে এমনি করে' অপমান করে? নিজের মুখে বল্লে কি না, খোকাকে গলা টিপে মার্‌বে? ও মা, কি হবে গো! আমি কালসাপকে নিজের হাতে দুধকলা দিয়ে পুষেচি।

সতীশ। দুধকলা আমারও ঘরে ছিলো—সে দুধকলায় আমার রক্ত বিষ হয়ে উঠতো না—তা থেকে চিরকালের মতো বঞ্চিত করে' তুমি যে দুধকলা আমাকে খাইয়েচো, তাতে আমার বিষ জন্মে উঠেচে। সত্য কথাই ব'ল্‌চো, এখন আমাকে ভয় করাই চাই—এখন আমি দংশন ক'র্‌তে পারি।

বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধু। কি সতীশ, কি হ'য়েচে, তোকে দেখে যে ভয় হয়! অমন করে' তাকিয়ে আছিস্ কেন? আমাকে চিন্‌তে পারচিস্ নে? আমি তোর মা, সতীশ!

সতীশ। মা, তোমাকে মা ব'ল্‌বো কোন্ মুখে? মা হ'য়ে কেন তুমি আমাকে জেল থেকে ফিরিয়ে আন্‌লে? সে কি মাসির ঘরের চেয়ে ভয়ানক?

শশধর। আঃ সতীশ! চলো চলো—কি ব'কচো, থামো।

সুকুমারী। নাও তোমরা ঝোঝাপড়া করো—আমার কাজ আছে।

প্রস্থান।

শশধর। সতীশ, একটু ঠাণ্ডা হও! তোমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় হ'য়েচে, সে কি আমি জানিনে? তোমার মাসি বাগের মুখে কি ব'লচেন, সে কি অমন করে' মনে নিতে আছে? দেখো, গোড়ায় যা ভুল হ'য়েচে, তা এখন যতটা সম্ভব প্রতিকার করা যাবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

সতীশ। মেসোমশায়, প্রতীকারের আর কোন সম্ভাবনা নেই। মাসিমার সঙ্গে আমার এখন যেরূপ সম্পর্ক দাঁড়িয়েচে, তা'তে তোমার ঘরের অন্ন আমার গলা দিয়ে আর গ'ল্‌বে না। এত দিন তোমাদের যা খরচ করিয়েচি, তা যদি শেষ কড়িটি পর্য্যন্ত শোধ করে' দিতে না পারি, তবে আমার মরেও শান্তি নাই। প্রতিকার যদি কিছু থাকে তো সে আমার হাতে, তুমি কি প্রতিকার ক'রবে?

শশধর। না, শোনো সতীশ—একটু স্থির হও। তোমার যা কর্ত্তব্য, সে তুমি পরে শুনো, তোমার সম্বন্ধে আমরা যে অন্যায় ক'রেচি, তার প্রায়শ্চিত্ত তো আমাকেই ক'র্‌তে হবে। দেখো, আমার বিষয়ের এক অংশ আমি তোমাকে লিখে দেবো, সেটাকে তুমি দান মনে করো না, সে তোমার প্রাপ্য। আমি সমস্ত ঠিক করে' রেখেচি—পর্শু শুক্রবারে রেজেষ্ট্রী ক'রে দেবো।

সতীশ। (শশধরের পায়ের ধূলা লইয়া) মেসোমশায়, কি আর ব'ল্‌বো—তোমার এই স্নেহে—

শশধর। আচ্ছা, থাক থাক্! ওসব স্নেহ ফ্নেহ আমি কিছু বুঝি নে, বসকস আমার কিছুই নেই। যা কর্ত্তব্য, তা কোন রকমে পালন কর্ত্তেই হ'বে, এই বুঝি। সাড়ে আট্‌টা বাজ্‌লো, তুমি আজ কোথিছিয়ানে যাবে বলেছিলে, যাও। সতীশ, একটা কথা তোমাকে বলে' রাখি। দানপত্রখানা আমি মিষ্টার লাহিড়িকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়েচি। ভাবে

বোধ হ'লো, তিনি এই ব্যাপারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'লেন—তোমার প্রতি যে টান নেই, এমন তো দেখা গেল না। এমন কি, আমি চলে' আস্‌বার সময় তিনি আমাকে ব'ল্লেন, সতীশ আজকাল আমাদের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে আসে না কেন? আরো একটা সুখবর আছে সতীশ, তোমাকে যে আপিসে কাজ করিয়ে দিয়েছি, সেখানকার বড়ো সাহেব তোমার খুব সুখ্যাতি ক'র্‌ছিলেন।

সতীশ। সে আমার গুণে নয়। তোমাকে ভক্তি করেন ব'লেই আমাকে এত বিশ্বাস করেন।

প্রস্থান।

শশধর। ওরে রামচরণ, তোর মা ঠাকুরাণীকে একবার ডেকে দে তো।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। কি স্থির ক'র্‌লে?

শশধর। একটা চমৎকার প্ল্যান ঠাউরেচি!

সুকুমারী। তোমার প্ল্যান যত চমৎকার হবে, সে আমি জানি। যা হো'ক, সতীশকে এ বাড়ি থেকে বিদায় ক'রেচো তো?

শশধর। তাই যদি না ক'র্‌বো, তবে আর প্ল্যান কিসের? আমি ঠিক ক'রেচি, সতীশকে আমাদের তরফ মাণিকপুর লিখে পড়ে' দেবো—তা' হ'লেই সে স্বচ্ছন্দে নিজের খরচ চালিয়ে আলাদা হ'য়ে থাকতে পার্‌বে। তোমাকে আর বিরক্ত ক'র্‌বে না।

সুকুমারী। আহা, কি সুন্দর প্ল্যানই ঠাউরেচো! সৌন্দর্য্যে আমি একেবারে মুগ্ধ! না, না, তুমি অমন পাগলামি ক'র্‌তে পারবে না, আমি বলে' দিলেম।

শশধর। দেখো, এক সময়ে তো ওকেই সমস্ত সম্পত্তি দেবার কথা ছিলো।

সুকুমারী। তখন তো আমার হবেন জন্মায় নি। তা ছাড়া তুমি কি ভাবো, তোমার আর ছেলেপুলে হবে না?

শশধর। সুকু, ভেবে দেখো, আমাদের অন্যায় হচ্ছে। মনেই করো না কেন, তোমার দুই ছেলে।

সুকুমারী। সে আমি অতশত বুঝিনে—তুমি যদি এমন কাজ করো, তবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে ম'রবো—এই আমি বলে গেলেম।

সুকুমারীর প্রস্থান।

সতীশের প্রবেশ

শশধর। কি সতীশ, থিয়েটারে গেলে না?

সতীশ। না মেসোমশায়, আর থিয়েটার না। এই দেখ, দীর্ঘকাল পরে মিষ্টার লাহিড়ির কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েচি! তোমার দানপত্রের ফল দেখ। সংসারের উপর আমার ধিক্কার জন্মে গেছে মেসোমশায়! আমি তোমার সে তালুক নেবো না।

শশধর। কেন সতীশ?

সতীশ। নিজের কোনো মূল্য থাকে, তবে সেই মূল্য দিয়ে যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকুই ভোগ ক'রবো। তা ছাড়া তুমি যে আমাকে তোমার সম্পত্তির অংশ দিতে চাও, মাসিমার সম্মতি নিয়েচো তো?

শশধর। না, সে তিনি—অর্থাৎ বুঝেছো সে একরকম ক'রে হবে। হঠাৎ তিনি রাজি না হ'তে পারেন, কিন্তু—যদিই বা,—

সতীশ। তুমি তাঁকে ব'লেছো?

শশধব। হাঁ, ব'লেছি বই কি? বিলক্ষণ। তাঁকে না ব'লেই কি আর—

সতীশ। তিনি বাজি হ'য়েছেন?

শশধব। তাকে ঠিক বাজি বলা যায় না বটে, কিন্তু ভালো করে' বুঝিয়ে—ধৈর্য্য ধরে' থাকলেই—

সতীশ। বৃথা চেষ্টা মেসোমশায়। তাঁর নারাজিতে তোমার সম্পত্তি আমি নিতে চাই নে। তুমি তাকে বোলো, আজ পর্য্যন্ত তিনি যে অন্ন খাইয়েচেন, তা উদ্গার না করে' আমি বাঁচবো না। তাঁর সমস্ত ঋণ সুদশুদ্ধ শোধ করে' তবে আমি হাঁফ ছাড়্বো।

শশধর। সে কিছুই দরকার নেই সতীশ। তোমাকে বরঞ্চ কিছু নগদ টাকা গোপনে—

সতীশ। না মেসোমশায়, আর ঋণ বাড়াবো না। মাসিমাকে বোলো, আজই এখনি তাঁর কাছে হিসাব চুকিয়ে তবে জল গ্রহণ ক'রবো।

প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বাগান

সুকুমাবীব প্রবেশ

সুকু। দেখ, দিদি, এখন সতীশ কেমন পবিশ্রম কবে' কাজকর্ম্ম ক'বচে। দেখ অতবড সাহেব বাবু আজকাল পুবোনো কালো আলপাকাব চাপকানেব উপবে কোঁচানো চাদব ঝুলিযে কেমন নিয়মিত আফিসে যায়!

শশধব। বড়ো সাহেব সতীশেব খুব প্রশংসা কবেন।

সুকুমাবী। ভালোই তো, যা মাইনে পাবে, তাতেই বেশ চলে' যাবে। তাব উপবে যদি তোমাব জমিদাবিটা তাকে দিযে বসো, তবে একদিনে সে টাই-কলাব-জুতা ছড়ি কিনেই সেটা নিলামে চড়িয়ে দেবে। আমাব পবামর্শ নিযে যদি চ'লতে, তবে সতীশ এত দিনে মানুষের মতো হ'তো।

শশধব। বিধাতা আমাদেব বুদ্ধি দেন নি, কিন্তু স্ত্রী দিয়েচেন, আব তোমাদেব বুদ্ধি দিযেচেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বোধ স্বামীগুলাকেও তোমাদেব হাতে সমর্পণ ক'বেছেন—আমাদেবই জিত।

সুকুমাবী। আচ্ছা আচ্ছা, ঢেব হ'য়েচে, ঠাট্টা ক'বৃতে হবে না। কিন্তু সতীশেব পিছনে এত দিন যে টাকাটা ঢেলেছো, সে যদি আজ থাকতো, তবে—

শশধব। সতীশ তো বলেচে, কোনো-একদিন সে সমস্তই শোধ কবে' দেবে।

সুকুমারী। বইলো। সে তো বরাবরই ঐ রকম লম্বা-চৌড়া কথা বলে' থাকে। তুমি বুঝি সেই ভরসায় পথ চেয়ে বসে' আছো।

শশধর। এত দিন তো ভরসা ছিলো, তুমি যদি পরামর্শ দাও তো সেটা বিসর্জ্জন দিই।

সুকুমারী। দিলে তোমার বেশী লোক্‌সান হবে না, এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি। ঐ যে তোমার সতীশ বাবু আস্‌ছেন। আমি যাই।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। মাসিমা, পালাতে হবে না, এই দেখ, আমার হাতে অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই নেই—কেবল খান কয়েক নোট আছে!

শশধর। ইস্, এ যে এক তাড়া নোট। যদি আপিসের টাকা হয় তো এমন করে, সঙ্গে নিয়ে বেড়ানো ভালো হচ্চে না, সতীশ।

সতীশ। আর সঙ্গে নিয়ে বেড়াব না। মাসিমার পায়ে বিসর্জ্জন দিলাম। প্রণাম হই মাসিমা! বিস্তর অনুগ্রহ ক'রেছিলে, তখন তার হিসাব রাখ্‌তে হবে মনেও করিনি, সুতরাং পরিশোধের অঙ্কে কিছু ভুল্‌চুক্ হ'তে পারে! এই পনরো হাজার টাকা গুণে নাও। তোমার হরেনের পোলাও-পরমান্নে একটি তণ্ডুলকণাও কম না পড়ুক্।

শশধর। এ কি কাণ্ড সতীশ! এত টাকা কোথায় পেলে?

সতীশ। আমি গুণচট আজ ছয়মাস আগাম খরিদ করে' রেখেচি—ইতিমধ্যে দর চড়েছে, তাই মুনাফা পেয়েচি।

শশধর। সতীশ, এ যে জুয়োখেলা!

সতীশ। খেলা এইখানেই শেষ, আর দরকার হবে না।

শশধর। তোমার এ টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমি চাই না।

সতীশ। তোমাকে তো দিই নি মেসোমশায়! এ মাসিমার ঋণ শোধ, তোমার ঋণ কোনকালে শোধ ক'র্‌তে পার্‌বো না।

শশধর। কি সুকু, এ টাকাগুলো—

সুকুমারী। গুণে খাতাঞ্জির হাতে দাও না, ঐখানেই কি ছড়ানো পড়ে' থাক্‌বে? (নোটগুলি তুলিয়া গুণিয়া দেখা)

শশধর। সতীশ, খেয়ে এসেছ তো?

সতীশ। বাড়ি গিয়ে খাবো।

শশধর। অ্যাঁ, সে কি কথা! বেলা যে বিস্তর হ'য়েচে। আজ এইখানেই খেয়ে যাও।

সতীশ। আর খাওয়া নয় মেসোমশায়। এক দফা শোধ ক'রলেম, অন্নঋণ আর নূতন করে' ফাঁদ্‌তে পার্‌বো না।

প্রস্থান।

সুকুমারী। বাপের হাত থেকে রক্ষা করে' এত দিন ওকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ ক'র্‌লেম, আজ হাতে দু'পয়সা আস্‌তেই ভাবখানা দেখেচো। কৃতজ্ঞতা এমনই বটে! ঘোর কলি কি না!

উভয়ের প্রস্থান।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। এই পিস্তলে দু'টি গুলি পূরেচি—এই যথেষ্ট! আমার অন্তিমের প্রেয়সী। ও কে ও? হরেন! কী ক'র্‌ছিস্? এই সন্ধ্যার সময় বাগানে অন্ধকার যে, চারদিকে কেউ নেই—পালা, পালা, পালা। (কপালে আঘাত করিয়া) সতীশ, কি ভাব্‌চিস্ তুই—ওরে সর্ব্বনেশে, চুপ্ চুপ্—না, না, না, এ কী বক্‌চি? আমি কি পাগল হ'য়ে গেলুম?—

কে আছিস্ ওখানে? বেহাবা, বেহাবা! কেউ না, কেউ কোথাও নেই। মাসিমা! শুন্‌তে পাচ্চ? ইঃ, একেবাবে লুটোপুটি ক'ব্‌তে থাকবে। আঃ। হাতকে আব সামলাতে পাচ্চিনে। হাতটাকে নিযে কী কবি! হাতটাকে নিযে কী কবা যায! (ছড়ি লইযা সতীশ সবেগে চাবা গাছগুলিকে ক্রমাগত আঘাত কবিতে লাগিলো। তাহাতে তাহাব উত্তেজনা ক্রমশঃ আবো বাড়িযা উঠিতে লাগিলো। অবশেষে নিজেব হাতকে সবেগে আঘাত কবিলো, কিন্তু কোন বেদনা বোধ কবিলো না, শেষে পকেটেব ভিতব হইতে পিস্তল সংগ্রহ কবিযা লইযা সে হবেনেব দিকে সবেগে অগ্রসব হইতে লাগিল।

হবেন। (চমকিয়া উঠিযা) এ কী! দাদা না কী! তোমাব দু'টি পায়ে পড়ি দাদা, তোমাব দু'টি পাযে পড়ি, কাঁচাপেয়াবা পাড়্‌ছিলুম, বাবাকে বলে' দিয়ো না!

সতীশ। (চীৎকাব কাবযা) মেসোমশায, এই বেলা বক্ষা কবো, আব দেবি কোবো না—তোমাব ছেলেকে এখনো বক্ষা কবো।

শশধব। (ছুটিযা আসিয়া) কী হ'যেছে সতীশ? কী হ'যেছে?

সুকুমাবী। (ছুটিযা আসিয়া) কী হ'য়েছে সতীশ। কী হ'যেচে?

হবেন। কিছুই হয নি মা—কিছুই না—দাদা তোমাদেব সঙ্গে ঠাট্টা ক'ব্‌চেন!

সুকুমাবী। এ কী বকম বিশ্রী ঠাট্টা। ছি, ছি, সকলি অনাসৃষ্টি! দেখো দেখি। আমাব বুক এখনো ধড়াস ধড়াস ক'র্‌চে। সতীশ মদ ধ'বেচে বঝি?

সতীশ। পালাও—তোমাব ছেলেকে নিয়ে পালাও। নইলে তোমাদেব বক্ষা নেই।

(হবেনকে লইয়া ত্রস্তপদে সুকুমাবীর পলায়ন)

শশধব। সতীশ, অমন উতলা হ'য়ো না! ব্যাপারটা কী বলো! হরেনকে কার হাত থেকে রক্ষা ক'রবার জন্য ডেকেছিলে?

সতীশ। আমার হাত থেকে (পিস্তল দেখাইয়া) এই দেখ এই দেখ—মেসোমশাই।

দ্রুতপদে বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধু। সতীশ, তুই কোথায় কী সর্ব্বনাশ করে' এসেছিস্ বল্ দেখি! আপিসের সাহেব পুলিস সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে থানাতল্লাসি ক'রতে এসেচে। যদি পালাতে হয়, এই বেলা পালা! হায় ভগবান্! আমি তো কোনো পাপ করিনি, আমারি অদৃষ্টে এত দুঃখ ঘটে কেন?

সতীশ। ভয় নেই—পালাবার উপায় আমার হাতেই আছে।

শশধর। তবে কী তুমি—

সতীশ। তাই বটে মেসোমশায়, যা সন্দেহ ক'রেচো, তাই। আমি চুরি করে' মাসির ঋণ শোধ ক'রেচি। আমি চোর! মা তুমি শুনে খুসী হবে, আমি চোর, আমি খুনী! তোমার কীর্ত্তি পূরো হ'লো। এখন আর কাঁদতে হবে না—যাও তুমি, যাও তুমি, যাও যাও, আমার সম্মুখ থেকে যাও। আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে।

শশধর। সতীশ, তুমি আমার কাছেও তো কিছু ঋণী আছ, তাই শোধ করে' যাও।

সতীশ। বলো, কেমন করে' শোধ ক'রবো। কী আমি দিতে পারি। কী চাও তুমি!

শশধর। ঐ পিস্তলটা।

সতীশ। এই দিলাম। আমি জেলেই যাবো। না গেলে আমার পাপের ঋণ শোধ হবে না।

শশধর। পাপের ঋণ শাস্তির দ্বারা শোধ হয় না, সতীশ, কর্ম্মের দ্বারাই শোধ হয়। তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি অনুরোধ ক'ল্লে তোমার বড়ো সাহেব তোমাকে জেলে দেবেন না। এখন থেকে জীবনকে সার্থক করে' বেচে থাকো।

সতীশ। মেসোমহাশয়, আমার পক্ষে বাচা যে কত কঠিন, তা তুমি জানো না—

শশধর। তবু বাচতে হবে, আমার ঋণের এই শোধ। আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না।

সতীশ। তবে তাই হবে।

শশধর। আমার একটা অনুরোধ শোনো। তোমার মাকে আর মাসীকে ক্ষমা করো।

বিধু। বাবা, আমার কপালে ক্ষমা না থাকে, নাই থাক্, ভগবান্ তোকে যেন ক্ষমা করেন। দিদির কাছে যাই। তার পায়ে ধরিগে।

প্রস্থান।

শশধর। তবে এসো, সতীশ, আমার ঘরে আজ আহার করে যেতে হবে।

দ্রুতপদে নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। সতীশ।

সতীশ। কৈ নলিনী?

নলিনী। এর মানে কি? এ চিঠি তুমি আমাকে কেন লিখেচো?

সতীশ। মানে যেমন বুঝেছিলে, সেইটেই ঠিক। আমি তোমাকে প্রতারণা করে' চিঠি লিখি নি। তবে আমার ভাগ্যক্রমে সকলি উল্টো হয়। তুমি মনে ক'রতে পার, তোমার দয়া উদ্রেক ক'ররার জন্যই আমি—কিন্তু মেসোমশায় সাক্ষী আছেন, আমি অভিনয় ক'রছিলেম না—তবু যদি বিশ্বাস না হয়, প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'ররার এখনো সময় আছে!

নলিনী। কী তুমি পাগলের মতো ব'কচো? আমি তোমার কী অপরাধ ক'রেছি যে, তুমি আমাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে—

সতীশ। যে জন্য আমি এই সংকল্প ক'রেছি, সে তুমি জান, নলিনী—আমি তোমাকে একবর্ণও গোপন করিনি, তবু কী আমার উপর শ্রদ্ধা আছে?

নলিনী। শ্রদ্ধা! সতীশ, তোমার উপর ঐ জন্যই আমার রাগ ধরে। শ্রদ্ধা—ছি, ছি, শ্রদ্ধা তো পৃথিবীতে অনেকেই অনেককে করে। তুমি যে কাজ ক'রেছো, আমিও তাই ক'রেছি—তোমাতে আমাতে কোনো ভেদ রাখিনি। এই দেখ, আমার গয়নাগুলি সব এনেচি—এগুলো এখনো আমার সম্পত্তি নয়—এগুলি আমার বাপ-মায়ের। আমি তাঁদের না ব'লে' চুরি ক'রেই এনেচি, এর কত দাম হ'তে পারে, আমি কিছুই জানিনে, কিন্তু এ দিয়ে কি তোমার উদ্ধার হবে না?

শশধর। উদ্ধার হবে, এই গয়নাগুলির সঙ্গে আরো অমূল্য যে ধনটি দিয়েচ, তা দিয়েই সতীশের উদ্ধার হবে।

নলিনী। এই যে শশধর বাবু, মাপ্ ক'রবেন, তাড়াতাড়িতে আপনাকে আমি—

শশধর। মা, সে জন্য লজ্জা কি! দৃষ্টর দোষ কেবল আমাদের মত বুড়োদেরই হয় না—তোমাদের বয়সে আমাদের মত প্রবীণ লোক হঠাৎ চোখে ঠেকে না! সতীশ, তোমার আফিসের সাহেব এসেছেন দেখ্‌চি। আমি তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে আসি! ততক্ষণ তুমি আমার হয়ে' অতিথিসৎকার করো। মা, এই পিস্তলটা এখন তোমার জিম্মাতেই থাক্‌তে পারে।

যবনিকা